ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি-নিশায় ভক্তগণ-সহ সঙ্কীর্তন-বিলাস, পয়ঃপানকারী জনৈক ব্রহ্মচারীর সঙ্কীর্তন-নৃত্য দর্শনার্থ শ্রীবাস-সমীপে অনুরোধ, শ্রীবাসের তাঁহাকে নিজগৃহে আনয়ন, প্রভুর ক্রোধ ও ফল্গু তপস্যাদির তুচ্ছত্ব-জ্ঞাপন, পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীকে কৃপা, প্রভুর নগরিয়াগণকে মহামন্ত্র-কীর্তনের উপদেশ, কাজী-কর্তৃক মৃদঙ্গ-ভঙ্গ, তাহাতে প্রভুর কোপ এবং কাজী-দলনে যাত্রা, নগরে নগরে হরিকীর্তন, প্রতিদ্বারে মঙ্গলাচার ও দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি, নগর-বাসীর আনন্দোল্লাস, পাষণ্ডীর গাত্রদাহ, প্রভুর কাজী-নিগ্রহে আদেশ, ভক্তগণের আবেদনে কাজীকে উপেক্ষা, প্রভুর শঙ্খবণিক ও তন্তুবায়-পল্লীতে গমন, প্রভুর শ্রীধর-গৃহে গমন ও ফুটা লৌহপাত্রে জলপান, ভক্তমাহাত্ম্য-কীর্তন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রতি নিশায় সঙ্কীর্তন বিলাসে নিরত থাকিলে পাষণ্ডিগণ প্রবেশ করিতে না পাইয়া চাতুরীপূর্বক প্রবেশার্থ দূরে থাকিয়া নানাপ্রকার দুর্বচন প্রয়োগ করিত। সজ্জনগণ কেহ কেহ নিজ-অদৃষ্টের ধিক্কার প্রদানপূর্বক তাহাদিগকে সংকীর্তন দেখাইবার জন্য ভক্তগণকে অনুরোধ করিত। কিন্তু প্রভুর ভয়ে কেহই তাহাতে সাহসী হইতেন না।

একদিন একজন পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী গোপনে প্রভুর কীর্তন-বিলাস-দর্শনার্থ শ্রীবাসের নিকট অনুরোধ করিলেন। শ্রীবাস তাঁহাকে ব্রহ্মচারী এবং সাত্ত্বিক আহারী জানিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ শ্রীবাসের যুক্তিমত সংগোপনে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্তর্যামী প্রভু কীর্তন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, ---"আজ কীর্তনে আনন্দ পাইতেছি না, বোধ হয় কোন বহির্মুখ লোক গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।"

শ্রীবাস সভয়ে প্রভুকে জানাইলেন যে, এক পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীর কীর্তন-দর্শনার্থ অত্যন্ত আর্তি-দর্শনে তাঁহাকে তিনি গৃহে নিভৃতে স্থান দান করিয়াছেন। প্রভু তাহা শুনিয়া ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণপ্রপত্তি ব্যতীত পয়ঃপান প্রভৃতি বহির্মুখ-তপস্যা-দ্বারা কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণকে বাহির হইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ সভয়ে গৃহ হইতে বাহির হইয়া নিজ আংশিক দর্শনের সৌভাগ্যের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন পরমকরুণ গৌরসুন্দর তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ পাদপদ্ম তাঁহার মস্তকে প্রদানপূর্বক তপস্যাদির দাম্ভিকতা জ্ঞাপনার্থ নিষেধ করিলেন।

প্রভু দ্বার বন্ধ করিয়া সংকীর্তন করায় নগরবাসী সজ্জনগণ প্রভুর সংকীর্তন-বিলাস দর্শনে অসমর্থ হইয়া পাষণ্ডগণকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলিতে লাগিলেন যে, প্রভু পাষণ্ডিগণের নিমিত্ত দ্বার রোধ করিয়া কীর্তন করেন; তাহাতে সজ্জনগণও প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। কেহ কেহ প্রভুর দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিত।

নগরবাসী সজ্জনগণ দিবাভাগে নানাপ্রকার দ্রব্যসহ প্রভুর দর্শনার্থ গমন করিলেন এবং প্রভুপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব 'সকলের কৃষ্ণভক্তি হউক' এইরূপ আশীর্বাদ প্রদানপূর্বক মহামন্ত্র কীর্তন ও জপ করিতে উপদেশ করিলেন। নগরিয়াগণ সন্ধ্যাকালে গৃহদ্বারে রহিয়া করতালি সংযোগে সঙ্কীর্তন করিতে থাকিলেন। এইরূপে

প্রভুর কৃপায় সকল নগরে সংকীর্তন হইতে লাগিল। 'অমানী মানদ'-লীল প্রভু দন্তে তৃণ ধারণপূর্বক সকলের নিকট গমন ও সকলকে আলিঙ্গনপূর্বক আর্তি-সহকারে কীর্তন করিতে অনুরোধ করিলে সকলেই প্রভুর মর্মস্পর্শী আবেদনে আর্তি-ক্রন্দন করিতে করিতে কীর্তনাখ্যা ভক্তি আশ্রয় করিলেন। সকলে মৃদঙ্গ-শঙ্খাদি-সহযোগে সঙ্কীর্তন করিতে থাকিলে বিষয়িজনগণ উহাকে তাহাদিগের তৌর্যত্রিকের সমান মনে করিয়া উহাকে অকালে মহামায়ার পূজার আবাহন কল্পনাপূর্বক নানাপ্রকার কটূক্তি উচ্চারণ করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে একদিন বিধর্মী কাজী সেই পথে যাইতে যাইতে কীর্তন শুনিয়া মৃদঙ্গ-ভঙ্গ ও কোন কোন ব্যক্তিকে প্রহারপূর্বক পুনর্বার কীর্তন করিলে আরও অধিক শাস্তির ভয় দেখাইয়া কীর্তন বন্ধ করিয়া দিল। কাজী দুষ্টগণ-সহ নগরে ভ্রমণ করিয়া সর্বত্রই কীর্তন নিষেধ করিতে থাকিলে পাষণ্ডগণের আনন্দ হইল। তাহারা সানন্দে নানাপ্রকার উপহাস করিতে থাকিল।

নগরবাসিগণ কীর্তনানন্দে বাধা প্রাপ্ত হইয়া প্রভু-স্থানে সকল বিষয় জ্ঞাপনপূর্বক দুঃখে অন্যত্র চলিয়া যাইবার কথা জানাইলে প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার করিতে করিতে কাজী দলনার্থ সকল নগরবাসীকে এক এক দীপ লইয়া সঙ্গে গমন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সর্বত্র ইহা ঘোষিত হইল। লক্ষ লক্ষ লোক অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া প্রভু-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ে কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়া স্বপরিকরে গঙ্গাতীরে কীর্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

প্রভু যে নগরে প্রবেশ করেন, তথায় স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালকাদি সকলেই স্ব-স্ব গৃহকর্মাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রভুপাদপদ্মে দণ্ডবৎ পতিত হয়েন এবং সকলে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া নগরবাসিগণের প্রেমোন্মাদ-ভাব-দর্শনে পাষণ্ডীগণের হৃদয়-জ্বালা উদিত হইল। তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'ইত্যবসরে কাজী আসিলে ইহাদের কীর্তনানন্দ সব ছারখার হইত।'

শ্রীগৌরচন্দ্র ক্রমে কাজীর গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কাজী গীত-বাদ্য শ্রবণ করিয়া তাহার অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। অনুচরগণ সকলের মুখে 'কাজী মার' শব্দ শুনিয়া দ্রুতপদে কাজীর নিকট প্রত্যাবর্তনপূর্বক কাজীকে সমুদয় নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া কাজী সগণে প্রস্থান করিল। কাজীর গৃহ-সমীপে আগমনপূর্বক কীর্তনবিদ্বেষীর নির্যাতনার্থ প্রভু আদেশ করিলে সকলে কাজীর ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং আম্র, কদলী, পনসাদি-বনের শাখাপত্রাদি সমস্ত ছিঁড়িয়া ও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ক্রমে প্রভু কাজীর গৃহে অগ্নিপ্রদানের আদেশ করিলে ভক্তবৃন্দ গলবস্ত্র করজোড়ে প্রভুর ক্রোধ-লীলা সম্বরণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। প্রভু ভক্তবাক্যে শান্ত হইয়া শঙ্খবণিক-পল্লী ও তন্তুবায়-পল্লী হইয়া শ্রীধরের গৃহে গমন করিলেন এবং নৃত্য করিতে করিতে শ্রীধরের শত-তালিযুক্ত লৌহপাত্র জলপূর্ণ দর্শনে পাত্রস্থ জলপান করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীধর হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলে প্রভু বৈষ্ণবের জলপানের মহিমা সকলের নিকট কীর্তন করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

সপরিকর গৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণনিধি।
জয় বিশ্বম্ভর জয় ভবাদির বিধি।।১।।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রিয় দ্বিজরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ।।২।।

প্রভুর দ্বাররোধ করিয়া কীর্তন-বিলাস—

হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব-নয়ন-গোচর।।৩।।
দিনে দিনে মহানন্দ-নবদ্বীপ-পুরী।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিশ্বম্ভর অবতরি।।৪।।

প্রিয়তম নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে।
ভকত সমাজে নিজ-নাম-রসে খেলে।।৫।।
প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্তন।
ভক্ত-বিনু থাকিতে না পায় অন্য জন।।৬।।

তুরীয় বস্তুর বিচার ত্রিগুণান্তর্গত জীবের অগম্য—

এত বড় বিশ্বম্ভর-শক্তির মহিমা।
ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহ সীমা।।৭।।

প্রভুর কীর্তনে প্রবেশাধিকার না পাইয়া বিজাতীয়াশয় ব্যক্তিগণের বিবিধ উক্তি—

অগোচরে দূরে থাকি' মিলি দশ-পাঁচে।
মন্দ মাত্র বলে, যম-ঘরে যায় পাছে।।৮।।
কেহ বলে,—"কলিকালে কিসের বৈষ্ণব?
যত দেখ- হের পেট-পোষা-গুলা সব।।"৯।।
কেহ বলে,—'এগুলার বান্ধি' হাত পা'য়।
জলে ফেলি' দিয়ে যদি, তবে দুঃখ যায়।"১০।।
কেহ বলে,—"আরে ভাই, জানিহ নিশ্চিত।
গ্রাম-খান নষ্ট কৈল নিমাই পণ্ডিত।।"১১।।

দুর্বৃত্তগণের কীর্তন-গৃহে প্রবেশার্থ চাতুরী-বিস্তারের নিষ্ফলতা—

ভয় দেখায়েন সবে দেখিবার তরে।
অন্তরে নাহিক ভাগ্য, চাতুর্যে কি করে।।১২।।

প্রভুর কীর্তন জগতের চিত্ত-শোধক—

সংকীর্তন করে প্রভু শচীর নন্দন।
জগতের চিত্তবৃত্তি করয়ে শোধন।।১৩।।

সাধারণ জনগণের কীর্তন-বিলাস-দর্শনে অধিকার না পাইয়া আক্ষেপ ও ভক্তগণ-সমীপে প্রবেশার্থ আবেদন; প্রভু-ভয়ে ভক্তগণের তাহাতে অস্বীকার—

দেখিতে না পায় লোক, করে অনুতাপ।
সবেই 'অভাগ্য' বলি' ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।।১৪।।
কেহ বা কাহারো ঠাঞি পরিহার করে।
সংগোপে সংকীর্তন গিয়া দেখিবার তরে।।১৫।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

ভবাদির বিধি----গুণাবতার রুদ্র ও বিরিঞ্চির নিত্য বিধানকর্তা। 'জন্ম' ও 'ভঙ্গ' নিত্যের দুইটী পার্শ্বমাত্র। অখণ্ডকাল ভগবান্ 'সৎ' ও 'অসৎ' এর নিয়ামক বলিয়াই তিনি ভবাদির বিধি।।১।।

ভগবান্ বিশ্বম্ভরের সকল ক্রিয়া দেখিবার জন্য কেহই অধিকারী নহেন। যাঁহার যে অধিকার, তিনি সেইরূপ ক্রিয়া মাত্রই দর্শন করিয়া থাকেন (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) "মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃস্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্ গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।"

অর্থাৎ একই অদ্বয়জ্ঞানবস্তু বিবিধ দর্শনে দৃষ্ট হইলেও ব্যক্তিবিশেষ তাঁহাকে সকল প্রকার দর্শনে যুগপৎ একই কালে দেখিতে পান না। শান্ত-দর্শনে একপাদ বিভূতিতে অবস্থান-কালে জীবের এক-কালীন সর্ববস্তুর দর্শনের সম্ভাবনা থাকে না। চক্ষুর্দ্বয়ের একদিকে অবস্থান-হেতু বৃত্তার্ধ দৃষ্ট হয়; পশ্চাদ্ভাগে তৎকালে দর্শন সম্ভব নহে। আবার গগনমণ্ডল দর্শনকালে অধোগগনের দর্শনাভাবহেতু সমকালে সর্বদর্শন সম্ভব নহে; সুতরাং গোলের এক পাদ-দর্শনই কেবল এক-কালে সম্ভব।।৩।।

নিজ-নামরস----শ্রীভগবান্ রসময়। ভগবান্ ও ভগবন্নাম অভিন্ন। সুতরাং নামও রসময়। ভগবানের নাম বা বৈকুণ্ঠ নাম ইতর নাম বা সংজ্ঞা হইতে পৃথক্। ভগবানের নিজ ভক্তগণের মধ্যে যে নামরস প্রবল, তাহাতে ভগবান্ গৌরহরি স্বয়ংই আত্মবিস্মৃত হন। ভক্তবাৎসল্যই তাঁহার বিস্মৃতির কারণ।।৫।।

রাত্রিকালে কীর্তনমুখে ভজনশিক্ষার সময়ে ভিন্নোদ্দেশ্য বিজাতীয়াশয় লোকসমূহের তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না।৬।।

বিশ্বম্ভরের শক্তি-মহিমা অতুলনীয়। মানব-জ্ঞান ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ইহা তুরীয় বা তদুর্ধ্ব বিচার গ্রহণ করিতে অসমর্থ।।৭।।

অধিকার না পাইয়া সাধারণ (অপ্রবিষ্ট) জনগণ ভগবদ্ভজন-প্রণালীর নিন্দাপূর্বক জীবিতোত্তরকালে যম-কর্তৃক দণ্ডিত হন।।৮।।

'প্রভু সে সর্বজ্ঞ' ইহা সর্ব-দাসে জানে।
এই ভয়ে কেহ কা'রে না লয় সে-স্থানে।।১৬।।

কৃষ্ণভক্তিরহিত পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীর আখ্যান—

এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে।
তপস্বী পরম সাধু বসয়ে নির্দোষে।।১৭।।
সর্বকাল পয়ঃপান, অন্ন নাহি খায়।
প্রভুর কীর্তন বিপ্র দেখিবারে চায়।।১৮।।

পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর কীর্তন-শ্রবণে অনধিকার-হেতু তদ্দর্শনার্থ শ্রীবাস-সমীপে অনুরোধ ও শ্রীবাসের ব্রহ্মচারীকে গোপনে স্বগৃহে রক্ষা—

প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনা অন্য জন।।১৯।।
সেই বিপ্র প্রতিদিন শ্রীবাসের স্থানে।
নৃত্য দেখিবার লাগি' সাধয়ে আপনে।।২০।।
''তুমি যদি একদিন কৃপা কর' মোরে।
আপনে লইয়া যাহ বাড়ীর ভিতরে।।২১।।
তবে সে দেখিতে পাঙ পণ্ডিতের নৃত্য।
লোচন সফল করোঁ, হঙ কৃতকৃত্য।।''২২।।
এই মত প্রতিদিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ।
আর দিনে শ্রীনিবাস বলিলা বচন।।২৩।।
''তোমারে ত' জানি সর্বকাল বড় ভাল।
ব্রহ্মচর্যে ফলাহারে গোঙাইলা কাল।।২৪।।
কোন পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে।
দেখিবার তোমার ত' আছে অধিকারে।।২৫।।
প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহ যাইবারে।
'সংগোপে থাকিবা', এই বলিলুঁ তোমারে।।২৬।।
এত বলি' ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিলা।
এক দিকে আড় হই' সংগোপে রহিলা।।২৭।।

ব্রহ্মচারীর অবস্থিতি সর্বজ্ঞ প্রভুর হৃদ্‌গোচর এবং তৎপ্রকাশার্থ ছল—

নৃত্য করে চতুর্দশ ভুবনের নাথ।
চতুর্দিকে মহা-ভাগ্যবন্ত-বর্গ-সাথ।।২৮।।
''কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী।''
সবে মিলি' গায় হই' মহা-কুতূহলী।।২৯।।
নিত্যানন্দ-গদাধর ধরিয়া বেড়ায়।
আনন্দে অদ্বৈত-সিংহ চারিদিগে ধায়।।৩০।।

নিন্দক-সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণকে 'উদর-ভরণ পরায়ণ' বলিয়া থাকে; বিশেষতঃ বিবাদপ্রধান কলিযুগে বৈষ্ণবের অস্তিত্ব বা বিষ্ণু-ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই, ইহাই তাহাদের বিচার।।৯।।

তখন এই উদর-পরায়ণ ভগবৎসেবাবিমুখ বৈষ্ণবগুলিকে হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে জলে ফেলিয়া দিতে পারিলে আমাদের সকল দুঃখ দূর হয়।।১০।।

নিমাই পণ্ডিত শুদ্ধভক্তি প্রবর্তন করিয়া গ্রামের সকল সুখ বিনাশ করিল। সুতরাং নবদ্বীপ নষ্ট হইয়া গেল।।১১।।

দুর্বৃত্তগণ ভক্তসমাজকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের পরমগোপ্য সংকীর্তন-বিলাস-দর্শনার্থ যে চাতুরী বিস্তার করিত, ভাগ্যহীনতাদোষে সে চাতুর্য ভক্তসমাজে কার্যকারী হইত না।।১২।।

ভগবান্ শচীনন্দন কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন করিয়া ভগবদ্‌বিমুখ জগতের বিভিন্ন ভোগপ্রবণ ভাবসমূহ শোধন করেন।।১৩।।

পরিহার----প্রার্থনা; আবেদন।

কেহ বা কোন ভক্তসমীপে নিজ-দোষ স্খালন-পূর্বক সঙ্গোপনে কীর্তন-লীলা প্রদর্শনার্থ অনুরোধ করিত।।১৫।।

অগ্নিপক্ব দ্রব্যকে প্রাণবিনাশক-বিচার-কারী অপক্ব আমদুগ্ধ পান-ব্রত-জীবি ব্রহ্মচারী ভগবন্মহিমা-শ্রবণে অযোগ্য হওয়ায় তাহার রুদ্ধদ্বার-গৃহে কীর্তন শুনিবার অধিকার ছিল না। ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা কখনই ভোগ-পরিত্যাগমাত্র ধর্মে অবস্থিত নহে। বৈরাগ্যের অপব্যবহারকারী অর্বাচীনগণ ভগবৎসেবোপকরণকেও আত্মগ্লানির বিষয় জ্ঞান করেন।।১৮।।

পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর নিষ্পাপ শরীর-সত্ত্বেও মহাপ্রভুর আদেশে ভগবৎ কীর্তন-শ্রবণে অধিকার না থাকায় শ্রীবাসের নিকট অবস্থান ও দর্শনের যাচ্ঞা করায় তিনি তাহাকে আত্মগোপন পূর্বক অবস্থান করিতে পরামর্শ দিলেন।।২৬।।

পরানন্দ-সুখে কেহ বাহ্য নাহি জানে।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক নৃত্য করয়ে আপনে।।৩১।।
'হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল ভাই।'
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই।।৩২।।
অশ্রু, কম্প, লোমহর্ষ, সঘন-হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে বিশ্বম্ভরের বিকার।।৩৩।।
সর্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বম্ভর-রায়।
জানে 'দ্বিজ লুকাইয়া আছয়ে এথায়।।'৩৪।।
রহিয়া রহিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
''আজি কেন প্রেম-যোগ না পাঙ নির্ভর? ৩৫।।
কেহ জানি আসিয়াছে বাড়ীর ভিতরে।
কিছু নাহি বুঝি, সত্য কহ দেখি মোরে।।''৩৬।।
ভয় পাই' শ্রীনিবাস বলয়ে বচন।
''পাষণ্ডের ইথে প্রভু, নাহি আগমন।।৩৭।।
সবে এক ব্রহ্মচারী বড় সুব্রাহ্মণ।
সর্বকাল পয়ঃপান, নিষ্পাপ-জীবন।।৩৮।।
দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তাঁ'র বড়।
নিভৃতে আছয়ে প্রভু, জানিয়াছ দঢ়।।''৩৯।।

প্রভুর ক্রোধাবেশে কৃষ্ণবহির্মুখ তপস্যাদির নিষ্ফলতা-জ্ঞাপন—

শুনি' ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বম্ভর।
''ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহিরে লঞা কর'।।৪০।।
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি?''৪১।।
দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
''পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়।।৪২।।
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর, মুঞি তা'র, জানিহ নিশ্চয়।।৪৩।।
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন।।৪৪।।
গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি, তা'রা মোহে কেমতে পাইল।।৪৫।।

ভগবানের নাম-রূপ গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার বিরোধী জড়ক্রিয়াবিমুক্ত যোগি সম্প্রদায় কৃষ্ণপ্রীতির অনুসন্ধান করেন না। সে-জন্য তাঁহাদের সাংসারিক মহত্ত্ব থাকিলেও চতুর্বর্গের অতীত ভগবৎপ্রেমের বিরোধ-ভাবই তাহাদিগকে গ্রাস করে। সেইরূপ বর্জনীয় সঙ্গ লোকচক্ষে শ্রেষ্ঠ বিচারিত হইলেও তদ্দ্বারা প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমবিরোধী জনসঙ্গে প্রেমাভাব জ্ঞাপন করিলেন।।৩৫।।

শ্রীগৌরসুন্দরের হরিকীর্তনে অধিক স্ফূর্তি না হওয়ায় কোন দুঃসঙ্গের বহুমানন-কারী গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে সন্দেহ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন, ''ভগবদ্‌বিদ্বেষী কোন অধার্মিক পাষণ্ড গৃহে প্রবেশ করে নাই; তবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অবস্থিত পয়ঃপানব্রত নিষ্পাপ কর্মনিষ্ঠ জনৈক ব্রাহ্মণ আপনার নৃত্য দেখিবার জন্য শ্রদ্ধান্বিত হওয়ায় গৃহমধ্যে নির্জন প্রকোষ্ঠে অবস্থিত আছেন।'' তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু তাহাকে 'অভক্ত'-জ্ঞানে বাহির করিয়া দিবার জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। কাঁচা দুধ-পানেই যে অধিক ভগবদ্‌ভক্তি হয়, তাহার যখন স্থিরতা নাই, তখন অভক্ত ব্যক্তির ভক্তের নৃত্য দেখিবার কিরূপে অধিকার হইবে? কেবলা ভক্তির অভাবক্রমেই তাহার বহির্মুখ তপঃসাধনপ্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে। সাধারণ বিচারে অহিংসার উদ্দেশ্যে যে সকল তপস্যা ধর্মজীবনের অনুকূল বলিয়া ধারণা করা হয়, তাদৃশী তপস্যা কখনও ভগবৎভক্তির সোপান হইতে পারে না। ভগবৎসেবোন্মুখতা ও জড়জগতে প্রাধান্য লাভচেষ্টা সমজাতীয় নহে।।৩৬-৪১।।

অহিংসনীতির বশবর্তী হইয়া জাগতিক শ্রেষ্ঠতা বা সাধুতা লাভ চেষ্টা ভগবানের সেবোন্মুখতার প্রমাণ নহে। ইহা বিশেষভাবে শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইয়া দিলেন।।৪২।।

কর্মকালে যদিও বর্তমান মানবজীবনে কেহ সুনীচতা লাভ করেন, তথাপি তাঁহার ভগবৎসেবোন্মুখতা প্রবল থাকিলে তিনিই আমার নিজ-জন। তিনিই 'মামকী তনু' ব্রাহ্মণ, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।।৪৩।।

সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমী যতিও যদি ভগবৎসেবা বিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভগবানের নিজ-জন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে না; ইহাই ধ্রুব সত্য।।৪৪।।

অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার।।"৪৬।।
প্রভু বলে,—"পয়ঃপানে মোরে নাহি পায়।
সকল করিমু চূর্ণ দেখিবে এথাই।।"৪৭।।

প্রভুর শাসন-তাড়নে ব্রহ্মচারীর জ্ঞানোদয় ও স্বভাগ্য-প্রশংসা—

মহা-ভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির।
মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর।।৪৮।।
"এই বড় ভাগ্য মুঞি যে কিছু দেখিলুঁ।
অপরাধ-অনুরূপ শাস্তিও পাইলুঁ।।৪৯।।
অদ্ভুত দেখিলুঁ নৃত্য, অদ্ভুত কীর্তন।
অপরাধ-অনুরূপ পাইলুঁ তর্জন।।"৫০।।
সেবক হইলে এই মত বুদ্ধি হয়।
সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়।।৫১।।

প্রভু-কর্তৃক ব্রহ্মচারীর মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন—

এই মত চিন্তিয়া চলিতে দ্বিজবর।
জানিলেন অন্তর্যামী প্রভু বিশ্বম্ভর।।৫২।।
ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তা'র মস্তক-উপর।।৫৩।।

প্রভু-কর্তৃক তপস্যাদি হইতে বিষ্ণুভক্তির শ্রেষ্ঠতা-স্থাপন—

প্রভু বলে 'তপঃ' করি' না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল।।৫৪।।

তথ্য। উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি (ভাঃ ১১।১২।১-৯)---"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্য ধর্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা।। ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্।। সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ। গন্ধর্বাপ্সর সো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ।। বিদ্যাধরামনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।। রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংতস্মিন্ যুগেঽনঘ।। বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ। বৃষপর্বা বলির্বাণ্যে ময়শ্চাথ বিভীষণঃ।। সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ। ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে। তে নাধীতশ্রুতগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ। অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ। কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীযুঞ্জেসা।।" ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা, কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎ সুদাম্নো ধনম্। বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং, ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।।" (পদ্যাবলী-ধৃত দাক্ষিণাত্য-কবি-বাক্যম্)।।৪৫-৪৬।।

তাপস ব্রহ্মচারী নির্বিশেষ-বিচারপর ছিলেন; তাঁহাতে সেবা-প্রবৃত্তির অভাব থাকায় ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত দৃশ্য তাঁহার নিকট আদরের ছিল না। উহই তাঁহার অপরাধের কারণ। জড় জগতে বিষয়োন্মত্ত জীবগণের নৃত্য বা অভাব-জনিত ক্রন্দনের সহিত যাহারা ভাগবৎ-কথামোদে হাস্য-গীত ও ক্রন্দন-পরায়ণ ভগবদ্ভক্তকে সমজ্ঞান করে, তাহারা অপরাধী জীব। শ্রীগৌরসুন্দরের শাসন ও তাড়ন-বাক্যে নির্বিশেষ-বিচার পর ব্রহ্মচারীর দণ্ডলাভ ফলে জ্ঞানের উদয় হইল।।৪৯-৫০।।

নিরন্তর সেবাপরচিত্ত আত্মস্বরূপের উপলব্ধি-ক্রমে ভগবদ্‌বিহিত কোন কার্যে স্বীয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন না----আপনাকে দণ্ডার্হজ্ঞানে ভগবানের বিধান শিরে ধারণ করিয়া স্বীয় পূর্ব অপরাধের যোগ্যতাই বিচার করেন এবং ধীরভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি ফল লাভের উদ্দেশ্যে ভগবদ্‌বিধানের প্রতিকূল-চেষ্টা-বিশিষ্ট হন না। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১০।১৪।৮) "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোক এবং শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।।৫১।।

তথ্য। পূর্বলিখিত ভাঃ ১১।১২।১----৯ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য। (ভাঃ ১০।২৩।৪২----৪৩) "নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি। ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভা। তথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি।।" পদ্মপুরাণে----"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরু স্যাদবৈষ্ণবঃ।।" নারদপঞ্চরাত্রে----"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।। অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।। (ভাঃ ১১।২০।৩১)----"ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ"। (ভাঃ ১০।৮১।১৯) "সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্"। পদ্মপুরাণে----"আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্।।"৫৪।।

পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর প্রভু-করুণা-স্মরণ ও ক্রন্দন—

আনন্দে ক্রন্দন করে সেই বিপ্রবর।
প্রভুর করুণা-গুণ স্মরে নিরন্তর।।৫৫।।

ব্রহ্মচারীর কৃপাপ্রাপ্তিতে বৈষ্ণবগণের আনন্দ—

'হরি' বলি' সন্তোষে সকল ভক্তগণ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ততক্ষণ।।৫৬।।

ব্রহ্মচারীর উপাখ্যান-শ্রবণের ফল—

শ্রদ্ধা করি' যেই শুনে এ সব রহস্য।
গৌরচন্দ্র-প্রভু তাঁরে মিলিব অবশ্য।।৫৭।।

ব্রহ্মচারীকে কৃপা করিয়া প্রভুর আবেশে নৃত্য—

ব্রহ্মচারী-প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর।
আনন্দ-আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর।।৫৮।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক বিপ্রকে স্বগোষ্ঠীতে স্বীকার ও সম্মান দান—

সেই দ্বিজ-চরণে আমার নমস্কার।
চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যাঁ'র।।৫৯।।

প্রভুর নিশা-কীর্তন-বিলাস-দর্শনে অধিকার না পাওয়ায় নদীয়া-বাসিগণের দুঃখ ও পাষণ্ডিগণের প্রতি বিবিধ উক্তি—

এই মত প্রতি-নিশা করয়ে কীর্তন।
দেখিবারে শক্তি নাহি ধরে অন্য জন।।৬০।।
অন্তরে দুঃখিত সব লোক নদীয়ার।
সবে পাষণ্ডীরে মন্দ বলয়ে অপার।।৬১।।
"পাপিষ্ঠ নিন্দক বুদ্ধিনাশের লাগিয়া।
হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া।।৬২।।
পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডী-সব, সবে নিন্দা জানে।
বঞ্চিত হইয়া মরে এ-হেন কীর্তনে।।৬৩।।
পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডী লাগি' নিমাঞি পণ্ডিত।
ভালরেও দ্বার নাহি দেন কদাচিৎ।।৬৪।।
তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত, জানেন সকল।
তাঁহার হৃদয় পুনি পরম নির্মল।।৬৫।।
আমরা সবার যদি তাঁ'কে ভক্তি থাকে।
তবে নৃত্য অবশ্য দেখিব কোন পাকে।।"৬৬।।
কোন নগরিয়া বলে,—"বসি' থাক ভাই।
নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঞি।।৬৭।।
সংসার-উদ্ধার লাগি' নিমাঞি পণ্ডিত।
নদীয়ার মাঝে আসি' হইলা বিদিত।।৬৮।।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতি-দ্বারে।
করিবেন সংকীর্তন, বলিল তোমারে।।"৬৯।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক ভাগ্যবন্ত নগরিয়াগণের সৌভাগ্য-প্রশংসা ও বৈষ্ণব-নিন্দকগণের গর্হণ—

ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব-অবতারে।
পণ্ডিতের গণ সবে নিন্দা করি' মরে।।৭০।।

নাগরিকগণের দিবাভাগে প্রভু-সমীপে উপায়ন-হস্তে গমন ও প্রণাম—

দিবস হইলে সব নগরিয়াগণ।
প্রভু দেখিবারে তবে করেন গমন।।৭১।।
কেহ বা নূতন দ্রব্য, কারো হাতে কলা।
কেহ ঘৃত, কেহ দধি, কেহ দিব্য-মালা।।৭২।।
লইয়া চলেন সবে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু দেখি' সর্ব-লোক দণ্ডবৎ করে।।৭৩।।

প্রভুর কৃষ্ণভক্তি-আশীর্বাদ ও কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কীর্তনের উপদেশ—

প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ বই না বলিহ আর।"৭৪।।
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
"কৃষ্ণ-নাম মহা-মন্ত্র শুনহ হরিষে।।৭৫।।

অপরাধফলে দণ্ডিত বিপ্রকে শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের সগোষ্ঠীতে স্বীকার ও সম্মান-দানের অভিলাষ বর্ণিত হইতেছে।।৫৯।।

সাধারণ-বিচারে পূজিত নিষ্পাপ সজ্জনগণ ও ভগবদ্ বিদ্বেষী পাপরত জনগণ উভয়কেই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।।৬৪।।

পাকে, অবস্থায়, দশায়।।৬৬।।

ভগবৎ-সেবা বৈমুখ্যক্রমে জীবের বদ্ধভাব উপস্থিত হওয়ায় ইন্দ্রিয় তর্পণই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে। এই ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বদ্ধজীব সর্বতোভাবে চেষ্টাবিশিষ্ট। বদ্ধজীবের বাক্যাবলী ইন্দ্রিয়-তোষণোপযোগিজড়বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ায়

মহামন্ত্র—
''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'।।''৭৬।।
প্রভু বলে,—''কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ।।৭৭।।
ইহা হৈতে সর্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর।।৭৮।।
দশ-পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া।।৭৯।।
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।''৮০।।

সংকীর্তন—
সংকীর্তন কহিল এ তোমা'-সবাকারে।
স্ত্রী-পুত্রে-বাপে মিলি' কর' গিয়া ঘরে।।''৮১।।

আবদ্ধ। সুতরাং নাম রূপ-গুণ-লীলাত্মক কৃষ্ণকথা শুনিবার সুযোগ না হওয়ায় বদ্ধজীব ইতর-বিষয় তৎপর বাগ্‌বৈখরীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। জীবের নিত্য মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া গৌরসুন্দর 'জীবমাত্রেরই কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি উন্মেষিত হউক'---- এইরূপ আশীর্বাদ করিলেন। তাহাদিগকে কৃষ্ণেতর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতির প্রজল্প করিতে নিষেধ করিলেন অর্থাৎ সর্বদা হরি-সঙ্কীর্তনেরই উপদেশ দিলেন। হরিকথার কীর্তন খর্ব হইলে জীবের বিষয়-কথা-কীর্তনই প্রবল হয়।। উহাতে অমঙ্গলই ঘটে।।৭৪।।

বদ্ধজীবসমূহ কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়া নিজেন্দ্রিয়তোষণ করিতে উদ্‌গ্রীব থাকে। শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল জীবের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কীর্তন করিয়া সহর্ষে শ্রবণ করিবার উপদেশ দিলেন। যে সকল ব্যক্তি বাধ্য হইয়া শ্রীনাম শ্রবণ করেন, তাঁহাদের তত উৎসাহ লক্ষিত হয় না। তজ্জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া প্রসন্নচিত্তে প্রদত্ত বা কীর্তিত কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র গ্রহণ বা শ্রবণ করিবার উপদেশ। সেবা-বিমুখ জীব সর্বদা অসৎপরামর্শ-ক্রমে অসৎসঙ্গদোষে জর্জরিত থাকায় ভগবৎকথা-শ্রবণে স্বভাবতঃ বিরত থাকে।

জড়ভোগচিন্তা হইতে বিরত হইবার প্রক্রিয়াকে 'মন্ত্র' বলে। শব্দমুখে উপদেশই ভোগ বা ত্যাগের চিন্তা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। উচ্চারিত শব্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিষয়াসক্ত মনকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ব্যক্তিবিশেষের মন অপরের মন হইতে পৃথক্; সেজন্য মনন-ক্রিয়া এক ব্যক্তি দ্বারাই সম্পাদ্য। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ যে 'হরি' শব্দ কীর্তন করেন, তাহাকে ''মন্ত্র'' বলে।

মহামন্ত্র সাধনে বহুব্যক্তি একযোগে সাধন করিতে পারেন। সাধনোপযোগী অনুকূল পরামর্শ-সমূহ অনেকেই দিতে পারেন; এজন্য শিক্ষা-গুরুর বহুত্ব স্বীকৃত ও মন্ত্রদীক্ষাগুরুর একত্ব সিদ্ধ। মহামন্ত্র ও মন্ত্রের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত-শুদ্ধিফলে সকল ইন্দ্রিয় নশ্বর-বিষয়-প্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া অজ্ঞত্বাভাবে নিত্যত্বের উপলব্ধি করে। তখন আর তাহার হেয় বা অনুপাদেয় বিচার প্রবল হইতে পারে না। যিনি এই সকল কথা সানন্দে গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে নিরানন্দে অবস্থান করাই যোগ্যতা।।৭৫।।

'মন্ত্র' নামাত্মক হইলেও তাহাতে চতুর্থ্যন্ত পদ প্রযুক্ত থাকায় সম্প্রদান সম্বন্ধে আত্মসমর্পণেরই কথা ব্যক্ত হয়। মহামন্ত্রে সকল পদই সম্বোধনের পদ; তাহাতে মন্ত্রের ন্যায় চতুর্থ্যন্ত পদ নাই।

স্মার্তগণ মহামন্ত্রকে ''তারক-ব্রহ্মনামে'' অভিহিত করেন। স্মার্তগণ সকলেই ন্যূনাধিক নির্বিশেষবাদী; সুতরাং ভোগাবসানে নির্বিশিষ্ট ত্যাগেরই পক্ষপাতযুক্ত ধর্মে অবস্থিত। কর্মী ও জ্ঞানীর কবল হইতে মুক্ত পুরুষগণ কামনা-বর্জিত। অপস্বার্থ কামের বশবর্তী হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ভোগী এবং কতিপয় ব্যক্তি ভোগপরিহারেচ্ছাযুক্ত মুমুক্ষু হইয়া স্বীয় অবস্থা মোচনের জন্য মুক্তির প্রয়াসী। এইরূপ বাসনার বশবর্তী হইয়া মহামন্ত্র গ্রহণ করিলে তুচ্ছ ফলাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া পড়ে।

'হরি' শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ এবং 'হরা' শব্দের সম্বোধনেও ঐ 'হরে' পদই নিষ্পন্ন হয়। স্বয়ংরূপ 'কৃষ্ণ' ও সর্বশক্তিমান স্বয়ংপ্রকাশ 'রাম' এবং 'হরি' শব্দ কামনারহিত জিহ্বায় উচ্চারিত হইলে চতুর্দশভুবন, বিরজা-নদী ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে অবস্থান করিয়া সেবা করা সম্ভব হয় না। পরব্যোমেই সেবার আরম্ভ সম্ভাবনা আছে। কৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বে বা তাঁহার আনুষঙ্গিক

প্রভু-স্থানে মন্ত্র পাইয়া নাগরিকগণের উল্লাসে
গৃহে প্রত্যাগমন ও কৃষ্ণনাম-কীর্তন—

প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই' সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি' সবে চলে নিজ-বাস।।৮২।।
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি' ধ্যান।।৮৩।।
সন্ধ্যা হৈলে আপনার দ্বারে সবে মেলি'।
কীর্তন করেন সবে দিয়া করতালি।।৮৪।।

প্রভুর বিনীতভাবে সকলকে কৃষ্ণভজনে
অনুরোধ—

এই মত নগরে নগরে সংকীর্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন।।৮৫।।
সবারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন গলার মালা দেয় সবাকারে।।৮৬।।
দন্তে তৃণ করি' প্রভু পরিহার করে।
''অহর্নিশ ভাই সব, ভজহ কৃষ্ণেরে।।৮৭।।

অন্যান্য প্রকাশ-বিলাস-বিশেষে রসের উৎকর্ষ বিচার করিতে গেলে অখিলরসামৃতমূর্তি কৃষ্ণেই সর্বরসের পূর্ণাভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। সুতরাং রসের উৎকর্ষ বিচার করিয়া আংশিক রসবিগ্রহের অধিষ্ঠান প্রকাশ-বিলাস-সমূহে সর্ব রসাপ্তির সম্ভাবনা নাই তজ্জন্য তাঁহারা ন্যূনাধিক স্বয়ংরূপেই নিজ-নিজ অংশ প্রকাশদ্বারা সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্তির উপলব্ধি ঘটিলে সম্বোধনের পদে 'আত্মারাম'-মাত্র উপলব্ধি করিবার পরিবর্তে ''রাধারমণের'' সেবা প্রবৃত্তি স্ফূর্তি-প্রাপ্ত হয়।।৭৬।।

মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরেই সর্বক্ষণ কীর্তনীয়, উহা আদৌ জপ্য নহেন,----এরূপ বিচার কাহারও চিত্তে উদিত না হয়, তজ্জন্য মহামন্ত্র 'জপ' করিবারও উপদেশ লিখিত হইয়াছে। 'নির্বন্ধ'-শব্দে বিধিমতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণকেই লক্ষ্য করে। মহামন্ত্র কেবলমাত্র জপ্য নহেন, আবার অজপ্য ও নহেন। পাঁচ দশ জন মিলিয়া হাতে তালি দিয়া এই মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিবার উপদেশ থাকায় মহামন্ত্র কেবল মাত্র জপ্য নহেন; আবার মহামন্ত্র সম্বোধনের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদ প্রয়োগ করিয়া কীর্তন করিবার বিধিও উপেক্ষিত হয় নাই। ''সর্বক্ষণ বল''----এই পদের দ্বারা কেবল মাত্র জপ্যতার বিচার নিরাশ করা হইয়াছে।।৭৭।।

মন্ত্রাধিকার-নির্ণয়ে অনেকগুলি বিধি পালন করিতে হয়; কিন্তু মহামন্ত্রের সর্বক্ষণ উচ্চারণ বা 'উপাংশু'-জপে সেই সকল বিধি পালন না করিয়াও সকলেরই সর্বসিদ্ধি ঘটে; অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামের লাভ-রূপ ভুক্তি-সিদ্ধি, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপা মুক্তি-সিদ্ধি এবং উভয়ের ধিক্কারী ভগবৎপ্রেম-সিদ্ধি সর্বসিদ্ধি লাভ করিবারই যোগ্যতা হয়। মন্ত্রে কালাকালের বিচার আছে কিন্তু মহামন্ত্রে কালাকালের, যোগ্যাযোগ্যের অথবা স্থানাস্থানের বিচার নাই। তাই বলিয়া কাল্পনিক মন্ত্র-নামাদির জপে কোন প্রকার সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যেহেতু তাদৃশ শব্দগুলি অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিজাত।।৭৮।।

বীজ-পুটিত চতুর্থ্যন্ত-পদ-প্রযুক্ত মন্ত্র বা প্রণব পুটিত চতুর্থ্যন্ত মন্ত্র কীর্তনীয় নহে; পরন্তু 'নাম' বা সম্বোধন-পদযুক্ত নাম বা বীজ-প্রণব-রহিত চতুর্থান্ত পদ-প্রযুক্ত-'নমঃ'-শব্দযুক্ত মন্ত্রও সঙ্কীর্তনীয়; যথা ''হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ''----এই পদ সঙ্কীর্তনীয়।।৮১।।

সঙ্কীর্তনের মধ্যে যোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র ও চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত 'নমঃ'-শব্দযুক্ত সম্বোধনের সহিত মন্ত্রের প্রাপ্তিতে সকলের উল্লাস হইল। বহির্মুখ স্মার্তগণের বিচারে----স্বাহা-প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্রের আদান-প্রদানে অমঙ্গলের কথা বিহিত আছে, কিন্তু মহামন্ত্র-যোগে বা সম্বোধন-পদযোগে মন্ত্রের কীর্তন সর্ববাদি-সম্মত; তিনি প্রণব বা বীজপুটিত নহেন।।৮২।।

যাঁহাদের মন নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা প্রভুর নাম-মন্ত্র উপদেশ লাভ করিয়া ব্যক্ত-অব্যক্তভাবে কৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে উপাংশু জপাদি করিতে থাকেন। (ভাঃ ২।৮।৪) ''শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।।'' শতশত জন্ম মন্ত্রের দ্বারা অর্চন করিবার ফলে মহামন্ত্র-কীর্তনের যোগ্যতার উদয় হয়। সেরূপ যোগ্যতা লাভ করিলেই ধ্যানাদির সম্ভাবনা; নতুবা কৃত্রিম-ধ্যানাদির নিষেধের জন্যই কথিত শ্লোকের উপদেশ বিহিত হইয়াছে।।৮৩।।

শ্রীগৌরসুন্দর বিনীত-ভাবে সকল দাম্ভিক লোকের নিকট দৈন্য প্রকাশ করিয়া 'সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-সেবায় সকলেই আত্মনিয়োগ কর' এবং ''কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কোন প্রকারে আত্মনিয়োগ কর্তব্য নহে''----অনুনয় বিনয়-সহকারে এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন।।৮৭।।

প্রভুর মর্মস্পর্শী আবেদনে সকলের নিষ্কপটে কৃষ্ণনামাশ্রয়—

প্রভুর দেখিয়া আর্তি কান্দে সর্ব-জন।
কায়-মনো-বাক্যে লইলেন সংকীর্তন।।৮৮।।

পরম-আহ্লাদে সব নগরিয়াগণ।
হাতে তালি দিয়া বলে 'রাম নারায়ণ'।।৮৯।।

দুর্গোৎসবার্থ ব্যবহৃত মৃদঙ্গাদি সংকীর্তনার্থ ব্যবহার—

মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ আছে সর্বঘরে।
দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজা'বার তরে।।৯০।।

সেই সব বাদ্য এবে কীর্তন-সময়ে।
গায়েন বা'য়েন সবে সন্তোষ-হৃদয়ে।।৯১।।

'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।'
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম-নাম।।৯২।।

শ্রীধরের কীর্তন শ্রবণে নৃত্য ও তাহাতে বহির্মুখগণের হাস্য ও উক্তি—

খোলা-বেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি' হরিনাম বলিতে বলিতে।।৯৩।।

শুনিয়া কীর্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য।।৯৪।।

দেখিয়া তাহান সুখ নগরিয়াগণ।
বেড়িয়া চৌদিকে সবে করেন কীর্তন।।৯৫।।

গড়াগড়ি' যায়েন শ্রীধর প্রেম-রসে।
বহির্মুখ-সকল দূরেতে থাকি' হাসে'।।৯৬।।

কোন পাপী বলে,—"হের-দেখ ভাই সব!
খোলা-বেচা মিন্‌সাও হইল বৈষ্ণব! ৯৭।।

পরিধান-বস্ত্র নাহি, পেটে নাহি ভাত।
লোকেরে জানায়, 'ভাব হইল আমা'ত'।।"৯৮।।

নগরিয়া-গুলা বলে,—"মাগি খাই মরে।
অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে।।"৯৯।।

এই মত পাষণ্ডিরা বল্‌গয়ে সদায়।
প্রতিদিন নগরিয়াগণে 'কৃষ্ণ' গায়।।১০০।।

কীর্তন-শ্রবণে কাজি-কর্তৃক মৃদঙ্গ ভঙ্গ ও নগরিয়াগণকে নির্যাতন—

একদিন দৈবে কাজী সেইপথে যায়।
মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ শুনিবারে পায়।।১০১।।

হরি-নাম-কোলাহল চতুর্দিকে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজী আপনার শাস্ত্র।।১০২।।

শ্রীমহাপ্রভুর মর্মস্পর্শী-আবেদন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ সকলেই নিজ নিজ কুবিচারের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং কায়মনোবাক্যে কীর্তনাখ্যা ভক্তি আশ্রয় করিলেন।।৮৮।।

ধর্মপ্রাণ সকলেরই গৃহে মৃদঙ্গশঙ্খাদি বাদ্যযন্ত্র ছিল। ঐগুলি শরৎকালে অথবা চৈত্রমাসে মহামায়ার পূজোপলক্ষে বাজান হইত। ঐসকল পূজা সাময়িক ও জাগতিক বিষয় সুখ-লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষণে নিরন্তর হরিকীর্তন-কালে ঐসকল বাদ্যযন্ত্র নিযুক্ত হইল।।৯০।।

মুনিসা বা মিন্‌সে—"পুরুষ-মানুষ।' 'মনুষ্য' শব্দের অপভ্রংশ ও নিন্দা-সূচক গ্রাম্য শব্দ। ব্যবসাদার বা সামান্য পণ্যদ্রব্যবিক্রেতা, সমাজের নিম্নস্তরের অবস্থিত ব্যক্তি। বৈষ্ণব—সর্বোত্তম, উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরের সকল ব্যক্তিরই বিষ্ণুভক্তি লাভের যোগ্যতা আছে, কিন্তু উচ্চ সমাজের বা শিক্ষিত সমাজের ব্যক্তিগণ নিম্ন বা অশিক্ষিত সমাজের ব্যক্তিকে 'বৈষ্ণব' হইবার যোগ্যতা দেন না। অত্রি বলেন, —"বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাঃ পুরাণ-পাঠাঃ পুরাণ হীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি।।" "যত ছিল নাড়াবুনে, সবাই হল কীর্তুনে, কাস্তে ভেঙ্গে, গড়া'ল করতাল।" তথাকথিত উচ্চপদস্থ লোকেরা প্রায়ই প্রতিযুগেই নিম্নপদস্থ লোকগণের বৈষ্ণবতা-লাভে বা বৈষ্ণবসম্মান পাইবার অধিকারে বাধা দিয়া থাকে; কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—-"শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা"; আরও বলেন,—-'অন্ত্যজা অপি তদ্‌রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ। বৈষ্ণবী-দীক্ষাং সংপ্রাপ্য দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ।।'৯৭।।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সভ্য হইতে পারিলেই 'ভাল বৈষ্ণব' হওয়া যায় এবং অধিক উপার্জন করিয়া সুভোজন করিতে পারিলেই 'বৈষ্ণব' হইতে পারা যায়। উত্তম বসন পরিধান ও সুস্বাদু দ্রব্য গ্রহণের বৃত্তি

কাজী বলে—"ধর ধর, আজি করোঁ কার্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই-আচার্য।।"১০৩।।
আথেব্যথে পলাইলা নগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন।।১০৪।।
যাহারে পাইল কাজী, মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল, মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে।।১০৫।।
কাজী বলে,—"হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া।।১০৬।।
ক্ষমা করি' যাঙ আজি' দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগালি পাইলে লৈব জাতি।।"১০৭।।
এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজী কীর্তন চাহিয়া।।১০৮।।

ছাড়িলে তবে উন্নত-চিন্তা-প্রভাবে ভগবৎসেবায় অধিকার হয়, ইহাই শাস্ত্র-প্রসিদ্ধি; সুতরাং অভাবগ্রস্ত লোকসকল কৃত্রিম ভাব যোজনা করিয়া বাহিরের লোকদিগকে দেখাইবার জন্য এবং তাহাদের নিকট সম্মান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের অভাবক্লিষ্ট অবস্থায় সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভাবভক্তিতে অবস্থিত ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। যাহারা কৃত্রিমভাবে আপনাদের উন্নত জীবনের পরিচয় দেয়, সেই ধর্মধ্বজিগণের সম্বন্ধে নিন্দার আরোপ ভগবদ্ভক্তের স্কন্ধে চাপাইতে গেলে পাপ স্পর্শ করে।।৯৮।।

বিষয়-সুখে ব্যস্ত নগরবাসী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের নৃত্যকীর্তন-বাদনাদিকে নিজ সুখভোগের তৌর্যত্রিকআশয় বলিয়া ভ্রান্ত হওয়ায় কৃষ্ণসুখতাৎপর্যপর হরিকীর্তনাদিকেও মহামায়ার পূজায় জড়ানন্দ উপভোগ করিবার উপকরণের ন্যায় মনে করিতেছিল। তাহারা আরও বলে যে, নানাবৃত্তিজীবী কর্মঠ সম্প্রদায়ের বিচার ছাড়িয়া উহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও কীর্তনাদিকার্যে আমোদ-উপভোগ করা দরিদ্রগণের আদৌ কর্তব্য নহে। বৎসরের সকল দিন বিষয়-কার্যে ব্যয়িত করিয়া সংগৃহীত অর্থের দ্বারা আনন্দ-লাভের উদ্দেশ্যে দুর্গোৎসবোপলক্ষে যে বাদ্য নৃত্যামোদে কাল যাপিত হয় তাদৃশী অনুষ্ঠানাদি অন্য-সময়ে করা যুক্তিসঙ্গত নয়।।৯৯।।

ভারতবাসীগণ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ বা পঞ্চরাত্রে বিধি পালন করিতে গিয়া অর্চন করিয়া থাকেন। তাহাতে বাদ্যাদি-শব্দের বা শ্রৌতপথের আবাহন আছে। বিধর্মিগণ ভগবানের মূর্তির সহিত জড়জগতের ভোগ্য-মূর্তিগণকে সমশ্রেণীস্থ জ্ঞান করিয়া শব্দাদি-বাদ্যাঙ্গসমূহকে ভগবৎসেবার অন্তরায় জ্ঞান করেন। প্রাপঞ্চিকবুদ্ধি হরিসম্বন্ধি-বস্তুতে নিযুক্ত হইলে সেই প্রকারের সঙ্গ পরিহারের বাসনাত্যাগের বিচারে হরিসেবনোপযোগী ক্রিয়া-কলাপগুলিকে ভগবৎসাধনের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। তজ্জন্য বৈরাগ্যের অপব্যবহার হওয়ায় ভগবৎসেবায় বাদ্যযন্ত্রের উপযোগিতা অনেকের বিচারে স্বীকৃত হয় না; উহা ফল্গুবৈরাগ্যের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল বাদ্য জীবকে ভোগে উন্মত্ত করাইয়া পরমসত্য ভগবানের সেবা-বিমুখ করায়, সেই সকল তৌর্যত্রিক অবশ্যই পরিহার করা আবশ্যক। কিন্তু তাৎপর্যরহিত হইয়া যে বিচার উপস্থিত হয়, তাহা ভগবৎসেবার অনুকূল বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।।১০২।।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র-বিহিত কার্যে অর্চন ও নাম-কীর্তনাদি-বিধির ব্যবস্থা থাকায় ঐগুলি 'হিন্দুয়ানি'-পর্যায়ে বিধর্মিগণের বিচারে স্থিরীকৃত হইল। বিধর্মিগণের ঐকান্তিক অভিলাষ এই যে, বৈদিক ধর্ম উৎসাদিত করিয়া নবীন ধর্মের স্থাপন করিলেন তাহাদের মর্যাদা বর্ধিত ও ধর্ম পালিত হয়। তজ্জন্য নবদ্বীপ-নগরের নিষ্ঠাবিশিষ্ট কীর্তনকারী অধিবাসিগণকে 'ধরপাকড়' করিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল---কাহাকেও বা প্রহার করিয়াছিল এবং বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দিয়া শাস্ত্র সদাচার-বিরুদ্ধ কদাচার প্রবর্তন করিয়াছিল। বিধর্মিগণের বিচারপ্রণালী এই যে, বিভিন্ন বিচারপরায়ণ ধার্মিকগণের সামাজিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিকগণের বিধি উৎসাদিত করিয়া তাহাদের নবীন-বিধি প্রবর্তন কর্তব্য। শ্রীগৌরসুন্দরের আচরণে বেদ ও বেদানুগ ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন দেখিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছিল। শাসক-সূত্রে ধর্মের আবরণে উহাদের প্রজা-পীড়নের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।।১০৬।।

শ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্তিত সদ্ধর্মের অনুষ্ঠানে কীর্তন ও বাদ্য বিধর্মিগণের আক্রমণের বড়ই সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। কাজি বলিলেন যে, পুনরায় এইরূপ সুযোগ পাইলে বলপূর্বক নদীয়ার অধিবাসিগণের সামাজিক বিচার বলপূর্বক পরিবর্তন করিয়া দিয়া সকলকে তাঁহার নিজ ধর্মভুক্ত করিবেন।।১০৭।।

কাজী-ভয়ে নগরিয়াগণের কীর্তন-নিবৃত্তি—

দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দুগণে কাজী সব মারে কদর্থিয়া।।১০৯।।

কাজীর পক্ষ-সমর্থন-পূর্বক পাষণ্ডিগণের নির্জন-ভজন-বিধি-প্রবর্তনচেষ্টায় বিবিধ উক্তি—

কেহ বলে,—"হরিনাম লৈব মনে মনে।
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কোন্ বা পুরাণে।।১১০।।
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।
'জাতি' করিয়াও এ গুলার নাহি ভয়।।১১১।।
নিমাঞি পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে ।
সবে চূর্ণ হইবেক কাজীর দুয়ারে।।১১২।।
নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ।
দেখ তার কোন্ দিন বহিরায় রঙ্গ।।১১৩।।
উচিত বলিতে হই আমরা 'পাষণ্ড'।
ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড।।১১৪।।

প্রভু-স্থানে সকলের কাজীর অত্যাচার জ্ঞাপন—

ভয়ে কেহ কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।
প্রভু-স্থানে গিয়া সবে করেন গোচর।।১১৫।।
"কাজীর ভয়েতে আর না করি-কীর্তন।
প্রতিদিন বুলে লই' সহস্রেক জন।।১১৬।।
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে।
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে।।"১১৭।।

কীর্তন-বাধা-শ্রবণে প্রভুর ক্রোধোক্তি—

কীর্তনের বাধ শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র মূর্তিধর।।১১৮।।
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
কর্ণ ধরি' 'হরি' বলে নগরিয়াগণ।।১১৯।।
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, হও সাবধান।
এই ক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান।।১২০।।
সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন।
দেখোঁ, মোরে কোন্ কর্ম করে কোন্ জন?১২১।।
দেখোঁ, আজি কাজীর পোড়াও ঘর-দ্বার।
কোন্ কর্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার? ১২২।।
প্রেম-ভক্তি-বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডিগণের সে হইব আজি 'কাল'।।১২৩।।

কাজির অত্যাচারে নবদ্বীপের অধিবাসিগণ কীর্তনবাদ্যাদি বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। কেবলমাত্র গোপনে সেই সকল কার্য চলিতে থাকিল। কিন্তু কাজি অসৎপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট বিদ্বেষী অধিবাসিগণের সহযোগে কীর্তনকারীদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। খুঁজিয়া পাইলে তাহাদিগকে গালাগালি ও প্রহার করিত।।১০৮-১০৯।।

ভগবৎকথা-প্রচারে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে কাজির পক্ষ সমর্থন করিয়া 'পাষণ্ডি হিন্দু'-নামধারিগণ নির্বিশেষবাদ ও নির্জন-ভজনের নামে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মনে মনে হরিনাম গ্রহণ করিবার বিধি প্রবর্তন করিতে লাগিল। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্তন বা নৃত্য বাদ্যাদির যোগে হরিনাম-সঙ্কীর্তন-বিধি কোন শাস্ত্রে নাই----এরূপ অর্বাচীনতা প্রকাশ করিতে লাগিল।।১১০।।

অর্বাচীন লোকেরা সামগানের কথা না জানায় বেদশাস্ত্র কীর্তন করেন নাই এবং পরবর্তী কালে কীর্তন-বাদ্যাদির কুপ্রথা সংযুক্ত হইয়াছে----এরূপ ধারণায় তাহারা বেদউল্লঙ্ঘন-জনিত বিধর্মীর হস্ত হইতে এই প্রকার শাস্তি বা দণ্ড বিধানের উপযোগিতা অর্থাৎ বেদনিষিদ্ধ ক্রিয়ার আবাহনকালে সামাজিক-বিচার-সংরক্ষণরূপ জাতি-নাশের আশঙ্কা নাই, স্থির করিতেছিল। সামাজিক-বিধি-সংরক্ষণ করিয়া যে জাতিরক্ষা, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়াই 'পরমার্থ'----এরূপ বিচার অর্বাচীনগণেরই।।১১১।।

'নিমাই পণ্ডিতের প্রবর্তিত শাস্ত্রবিচার কাজি কর্তৃক দণ্ডিত হইলে তাঁহার দর্প চূর্ণ হইবে'।।১১২।।

'শ্রীনিত্যানন্দের নগর-কীর্তনের আনন্দ-রঙ্গ একদিন যথোপযোগী দণ্ড লাভ করিলেই থামিয়া যাইবে'।।১১৩।।

'গৌরনিত্যানন্দের হরিনামকীর্তন প্রথা----বেদবিরোধিনী চেষ্টা,----একথা বলিতে গেলে আমাদিগকে সাধারণ মূর্খলোক 'শাস্ত্রজ্ঞানহীন পাষণ্ডি' বলিয়া ধারণা করে, সুতরাং ধর্মধ্বজিগণ যে নবীন পন্থা বাহির করিয়াছে, উহা ভণ্ডামি মাত্র।' এই সকল অবিবেচক পাষণ্ডী অধিবাসিগণের কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া উহাদের অবৈধ অত্যাচার ও ধারণা মহাপ্রভুর নিকট ভক্তগণ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।।১১৪-১১৫।।

চল চল ভাই-সব নগরিয়া গণ।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন।।১২৪।।
কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে।
এক মহা-দীপ লঞা আসিবেক সে।।১২৫।।
ভাঙ্গিব কাজীর, ঘর, কাজীর দুয়ারে।
কীর্তন করিমু, দেখোঁ কোন্ কর্ম করে।।১২৬।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ।।১২৭।।
তিলার্ধেকো ভয় কেহ না করিহ মনে।
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে।।''১২৮।।

প্রভু-বাক্যে নগরিয়াগণের সানন্দে সংকীর্তন-শোভাযাত্রার দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্বক প্রভু-স্থানে গমন—

ততক্ষণে চলিলেন নগরিয়াগণ।
পুলকে পূর্ণিত সবে, কিসের ভোজন? ১২৯।।
'নিমাই পণ্ডিত আজি নগরে নগরে।
নাচিবেন'—ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে গরে।।১৩০।।
যা'র নৃত্য না দেখিয়া নদীয়ার লোক।
কত কোটি,সহস্র করিয়া আছে শোক।।১৩১।।
হেন জন নাচিবেন নগরে নগরে।
আনন্দে দেউটি বাঁধে প্রতি ঘরে ঘরে।।১৩২।।
বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার।
কেহ কারে হরিষে না পারে রাখিবার।।১৩৩।।
তার বড়, তার বড়, সবেই বান্ধেন।
বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন।।১৩৪।।
অনন্ত অর্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার।
দেউটির সংখ্যা করিবার শক্তি কা'র?১৩৫।।
ইথি-মধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয়।।১৩৬।।
হইল দেউটি-ময় নবদ্বীপ-পুর।
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর।।১৩৭।।
এহ শক্তি অন্যের কি হয় কৃষ্ণবিনে।
তবু পাপী লোক না জানিল এত দিনে।।১৩৮।।

নবদ্বীপের অধিবাসিগণ বলিতে লাগিলেন,—যেহেতু কাজির হাজার হাজার লোক কীর্তনবিরোধী হইয়াছে এবং আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া নির্যাতন করিবে, সেজন্য আমরা নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিদেশে চলিয়া যাইব। কাজির অত্যাচারের ভয় ও উহার প্রতিকারের জন্য নবদ্বীপ-পরিত্যাগ—এই দুইটি আশঙ্কার কথা নবদ্বীপের অধিবাসীরা মহাপ্রভুর নিকট জানাইলেন।।১১৬-১১৭।।

শ্রীগৌরসুন্দর অসীম ধৈর্য-ধারণের উপদেশ দিয়াছেন। আবার তিনি নিজে ক্রোধে রুদ্রমূর্তি হইয়া কীর্তন বিদ্বেষীর গৃহদ্বার ধ্বংস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং এই পরস্পর বিবদমান ধর্মের সামঞ্জস্য কি?—অনেকের নিকট প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে। কৃষ্ণসেবার অনুকূল সকল কার্য করাই শ্রীনাম-ভজনের প্রধান অঙ্গ। কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল বিষয়ে মুখ্য বা গৌণভাবে যোগদান করা বা সাহায্য- করাই ভগবৎ-সেবার প্রাতিকূল্য সুতরাং অনুকূল অনুশীলনের জন্যই 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরুর অপেক্ষা সহ্য গুণসম্পন্ন' হইবার উপদেশ। প্রতিকূলতার সাহায্যের জন্য যে ধৈর্য ও নিরুপাধিকতা, তাহা নাম-ভজনের সম্পূর্ণ বিরোধিনী চেষ্টা নামাপরাধের সাহায্য করিবার জন্য যাহাদের ঐকান্তিকী চেষ্টা, তাহারাই তৃণাদপি-সুনীচ ও তরুর অপেক্ষা সহ্যগুণস্পন্ন হইবার উপদেশের অপব্যবহার করে। এই অপব্যবহার যে প্রতিকূল অনুশীলন-জাতীয়, তাহা বুঝাইবার জন্য, সর্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলনের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর 'তৃণাদপি 'সুনীচ' ও 'তরু অপেক্ষা সহ্যগুণসম্পন্ন' হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যদিও বাহিরে প্রতিকূল অনুশীলনের প্রতি উদাসীন থাকিবার ব্যবস্থা অনুকূল বলিয়া মনে হয়, তথাপি সেরূপ-কার্যে চেতনের বৃত্তি আবৃত করিবার দুষ্টবুদ্ধি বা অজ্ঞতাই জ্ঞাপিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধোল্লিখিত ''কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ'' শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক; নতুবা ভক্তিবর্জিত হইয়া অপরাধ সঞ্চয় করা হয় মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর ক্রোধও প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা-প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন,—''অদ্যই বিশালপ্রেমভক্তিবৃষ্টি করাইব, ইহাই পাষণ্ডিগণের যমসদৃশ হইবে''। ''মল্লানামশনির্নৃণাং'' ইত্যাদি শ্লোকোক্ত অসংখ্য-বিভিন্ন প্রতীতি সমূহ একাধারে তাহাতেই সম্ভব।।১২৩।।

ঈষৎ আজ্ঞায় মাত্র সর্ব নবদ্বীপে।
চলিলা দেউটি লই' প্রভুর সমীপে।।১৩৯।।

প্রভুর ভক্তগণকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কীর্তনে আদেশ—

শুনি' সর্ব বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ।
সবারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন।।১৪০।।
আগে নৃত্য করিবেন আচার্য-গোসাঞী।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি।।১৪১।।
মধ্যে নৃত্য করি' যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ।।১৪২।।
তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
এক সম্প্রদায় গাইবেক তান ভিত।।১৪৩।।

নিত্যানন্দের স্বাভীষ্ট সেবাকাঙ্ক্ষা—

নিত্যানন্দ-দিকে মাত্র চাহিলেন প্রভু।
নিত্যানন্দ বলে—"তোমা না ছাড়িব কভু।।১৪৪।।
ধরিয়া বুলিব প্রভু এই কার্য মোর।
তিলেকো হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর।।১৪৫।।
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোন্ শক্তি?
যথা তুমি, তথা আমি, এই মোর ভক্তি।।"১৪৬।।
প্রেমানন্দ-ধারা দেখি' নিত্যানন্দ-অঙ্গে।
আলিঙ্গন করি' রাখিলেন নিজ-সঙ্গে।।১৪৭।।
এই মত যার যেন চিত্তের উল্লাস।
কেহ বা স্বতন্ত্র নাচে, কেহ প্রভু-পাশ।।১৪৮।।

প্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ নগর-কীর্তন—

মন দিয়া শুন ভাই, নগর-কীর্তন।
যে কথা শুনিলে ঘুচে কর্মের বন্ধন।।১৪৯।।
গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, শ্রীবাস।
গোপীনাথ, জগদীশ, বিপ্র-গঙ্গাদাস।।১৫০।।
রামাই, গোবিন্দানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, মুকুন্দ, শ্রীধর।।১৫১।।
গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন-আচার্য।
শুক্লাম্বর-আদি যে যে জানে এই কার্য।।১৫২।।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কত জানি নাম।
বেদব্যাস দ্বারে ব্যক্ত হইব পুরাণ।।১৫৩।।
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র-পারিষদে প্রভু নাচে।
ইহা বর্ণিবারে কি নরের শক্তি আছে?১৫৪।।
অবতার এমত কি আছে অদ্ভুত।
যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত।।১৫৫।।
তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।
অপরাহ্ণ আসিয়া হইল পরকাশ।।১৫৬।।
ভকত-গণের চিত্তে কি হৈল আনন্দ।
সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে সব ভক্ত-বৃন্দ।।১৫৭।।
নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত।
দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিব নিতান্ত।।১৫৮।।
স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সে নৃত্য দেখিলে সর্ব-বন্ধ-বিমোচন।।১৫৯।।
কাহারও নাহিক বাহ্য আনন্দ-আবেশে।
গোধূলি-সময় আসি' হইল প্রবেশে।।১৬০।।
কোটি কোটি লোক আসি' আছয়ে দুয়ারে।
পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরি-ধ্বনি করে।।১৬১।।
হুঙ্কার করিলা প্রভু শচীর নন্দন।
শব্দে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ।।১৬২।।

শ্রীচৈতন্যদেবের অনন্ত কোটীভৃত্য; অবতারীর বিভিন্ন অবতার এই ভৃত্যসকল নানাপ্রকারে ভগবানের তত্ত্বলীলার সাহায্য করিয়াছেন। বেদব্যাস পুরাণরচনা-কালে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন ও করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজ দৈন্য জানাইতে গিয়া বলিতেছেন,—"মাদৃশ মানবের বেদব্যাসের ন্যায় বর্ণনশক্তির অভাব আছে।"

শ্রীশচীনন্দনের অবতারে যে অদ্ভুত লীলা প্রকাশিত আছে, তাহা তাঁহার অন্যান্য প্রকাশবিশেষে প্রকটিত হয় নাই। অবতার-সমূহের লীলা-বর্ণন যাহা বেদব্যাস বর্ণন করেন নাই, তদতিরিক্ত ঔদার্যলীলার পরাকাষ্ঠা এই করুণাবতারীর লীলায় প্রকটিত হইয়াছে।।১৫৫।।

হুঙ্কারের শব্দে সবে হইলা বিহ্বল।
'হরি' বলি' সবে দীপ জ্বালিল সকল।।১৬৩।।
লক্ষ কোটি দীপ-সব চতুর্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চারিদিকে 'হরি' বলে।।১৬৪।।
কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কা'র।
কি সুখের না জানি হইল অবতার।।১৬৫।।
কিবা চন্দ্র শোভে, কিবা শোভে দিনমণি।
কিবা তারাগণ জ্বলে, কিছুই না জানি।।১৬৬।।
সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখি, সকল আকাশ।
জ্যোতি-রূপে কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ।।১৬৭।।
'হরি' বলি' ডাকিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সকল বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর।।১৬৮।।
করিতে লাগিলা প্রভু বেড়িয়া কীর্তন।
সবার অঙ্গেতে মালা শ্রীফাগু-চন্দন।।১৬৯।।
করতাল মন্দিরা সবার শোভে করে।
কোটি-সিংহ জিনিয়া সবেই শক্তি ধরে।।১৭০।।
চতুর্দ্দিকে আপন-বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচী-নন্দন।।১৭১।।
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্য-রসে।
'হরি' বলি' সর্ব' লোক মহানন্দে ভাসে।।১৭২।।
সংসারের তাপ হরে' শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্বলোক 'হরি' বলে আনন্দ হইয়া।।১৭৩।।

প্রভুর অপ্রাকৃত অসমোর্ধ্ব রূপ—

জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের সীমা।
হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা।।১৭৪।।
তথাপিহ বলি তান কৃপা-অনুসারে।
অন্যথা সে-রূপ কহিবারে কেবা পারে।।১৭৫।।
জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদ-সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার।।১৭৬।।
চাঁচর-চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি' সর্ব্বকলা।।১৭৭।।
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু-বিন্দু-সনে।
বাহু তুলি' 'হরি' বলে শ্রীচন্দ্র-বদনে।।১৭৮।।
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব-অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে।।১৭৯।।
দুই মহা-ভুজ হেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকে শোভয়ে যেন কনক-কদম্ব।।১৮০।।
সুরঙ্গ অধর অতি, সুন্দর দশন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগপত্তন।।১৮১।।
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন।
তহিঁ শোভে শুক্ল-যজ্ঞ-সূত্র অতি ক্ষীণ।।১৮২।।
চরণারবিন্দে রমা-তুলসীর স্থান।
পরম-নির্মল-সূক্ষ্ম-বাস পরিধান।।১৮৩।।
উন্নত নাসিকা, সিংহ-গ্রীব মনোহর।
সবা' হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।।১৮৪।।
যে-সে-খানে থাকিয়া সকল লোক বলে।
"দেখ, ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে।।"১৮৫।।
এতেক লোকের সে হইল সমুচ্চয়।
সরিষপ পড়িলেও তল নাহি হয়।।১৮৬।।
তথাপিহ হেন কৃপা হইল তখন।
সবেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন।।১৮৭।।

প্রভুর শ্রীমুখ-দর্শনে নারীগণের উলুধ্বনিপূর্বক হরিধ্বনি এবং প্রতি ঘরে মঙ্গলাচার—

প্রভুর শ্রীমুখ দেখি' সব নারীগণ।
হুলাহুলি দিয়া 'হরি' বলে অনুক্ষণ।।১৮৮।।
কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে।।১৮৯।।

শ্রীফাগু চন্দন,—আবির ও চন্দন; বসন্তকালেই আবির-চূর্ণ ও চন্দনে চর্চিত হইবার ব্যবহার আছে। তাহাতে জানা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তনবিরোধ-প্রশমন-লীলা দোলের সময় হইয়াছিল।।১৬৯।।

আপনবিগ্রহ,—নিজমূর্তি; ভগবানের কলেবরের চতুর্দিকে ভক্তগণ বেষ্টন করিয়াছিলেন।।১৭১।।

লোকের ভীড় এত হইয়াছিল যে অতি ক্ষুদ্র সরিষা ফেলিয়া দিলেও উহা মাটিতে পড়িয়া যাইতে পারিত না।।১৮৬।।

ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি, দুর্বা, ধান্য দিব্য বাটার উপর।।১৯০।।
এই মত নদীয়ার প্রতি দ্বারে দ্বারে।
হেন নাহি জানি, ইহা কোন্ জনে করে।।১৯১।।

স্ত্রী-পুরুষ সকলের নগর-কীর্তনে ভ্রমণ ও 'স্ত্রীপুত্রাদি কথাং জহুর্বিষয়িনঃ' শ্লোকের যাথার্থ্য-দর্শন—

বুলে স্ত্রী-পুরুষ সব-লোক প্রভু-সঙ্গে।
কেহ কাহো না জানে পরমানন্দ-রঙ্গে।।১৯২।।

চৌর্যাভিলাষী ব্যক্তিরও কীর্তনে যোগদান—

চোরের আছিল চিত্ত—'এই অবসরে।
আজি চুরি করিবাঙ প্রতি ঘরে ঘরে।।'১৯৩।।
শেষে চোর পাসরিল ভাব আপনার।
'হরি' বই মুখে কারো না আইসে আর।।১৯৪।।

শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব—

হইল সকল পথ খই-কড়ি-ময়।
কেবা করে, কেবা ফেলে, হেন রঙ্গ হয়।।১৯৫।।
'স্তুতি-হেন' না মানিহ এ-সকল-কথা।
এই মত হ'য়ে—কৃষ্ণ বিহরেন যথা।।১৯৬।।
নব-লক্ষ প্রাসাদ দ্বারকা রত্নময়।
নিমেষে হইল, এই ভাগবতে কয়।।১৯৭।।
যে কালে যাদব-সঙ্গে সেই দ্বারকায়।
জলকেলি করিলেন এই দ্বিজরায়।।১৯৮।।
জগতে বিদিত হয় লবণ-সাগর।
ইচ্ছামাত্র হইল অমৃত-জলধর।।১৯৯।।
'হরিবংশে' কহেন সে-সব গোপ্য-কথা।
এতেক সন্দেহ কিছু না করিহ এথা।।২০০।।
সে-ই প্রভু নাচে নিজ-কীর্তনে বিহ্বল।
আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল।।২০১।।

প্রভুর ভাগীরথী-তীরে নৃত্য ও কীর্তনকারী ভক্তগণ-সহ গমন—

ভাগীরথী-তীরে প্রভু নৃত্য করি' যায়।
আগে পাছে 'হরি' বলি' সর্বলোকে ধায়।।২০২।।
আচার্য গোসাঞি আগে জন কত লঞা।
নৃত্য করি' চলিলেন পরমানন্দ হঞা।।২০৩।।
তবে হরিদাস কৃষ্ণ-রসের সাগর।
আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর।।২০৪।।
তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস।
কৃষ্ণসুখে পরিপূর্ণ যাঁহার বিলাস।।২০৫।।
এই মত ভক্তগণ আগে নাচি' যায়।
সবারে বেড়িয়া এক সম্প্রদায় গায়।।২০৬।।
সকল-পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর।।২০৭।।
মধু-কণ্ঠ হইলেন সর্ব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায়ে—সেহো হইল গায়ন।।২০৮।।
মুরারি, মুকুন্দ-দত্ত, রামাই, গোবিন্দ।
বক্রেশ্বর, বাসুদেব-আদি ভক্তবৃন্দ।।২০৯।।
সবেই নাচেন প্রভু বেড়িয়া গায়েন।
আনন্দে পূর্ণিত প্রভু-সংহতি যায়েন।।২১০।।

প্রভুর দুই পার্শ্বে নিত্যানন্দ ও গদাধর—

নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে।
প্রেম-সুধা-সিন্ধু-মাঝে দুই জন ভাসে।।২১১।।

প্রভুর নিত্য-দর্শনার্থ অসংখ্য লোকের গমন—

চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে।।২১২।।

তৎকালীন শোভা—

কোটি কোটি মহা-তাপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব শরীরে হইল।।২১৩।।

হুলাহুলি----উলুউলু; উলুধ্বনি।।১৮৮।।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতোক্ত (১১৩ সংখ্যায়) "স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িনঃ" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।।১৯৪।।

তথ্য। শ্রীভাঃ ১০।৫০।৪৯-৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।১৯৭।।

তথ্য। হরিবংশ ১৪৫ অঃ দ্রষ্টব্য।।২০০।।

চতুর্দিকে কোটি কোটি মহা দীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দিকে 'হরি' বলে।।২১৪।।

প্রভুর নৃত্য দর্শনে নদীয়াবাসিগণের আনন্দ-কোলাহল—

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার।।২১৫।।
ক্ষণে হয় প্রভু-অঙ্গ সব ধূলাময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়।।২১৬।।
সে কম্প, সে ঘর্ম্ম, সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্তবৃত্তি লাগয়ে নাচিতে।।২১৭।।
নগরে উঠিল মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল।
'হরি' বলি' ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল।।২১৮।।
'হরি' ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম'।
'হরি' বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্।।২১৯।।
ঠাঞি ঠাঞি এই মতে মেলি' দশ-পাঁচে।
কেহ গায়, কেহ বা'য়, কেহ মাঝে নাচে।।২২০।।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব নবদ্বীপে যায়।।২২১।।
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন'।।২২২।।
কেহ কেহ নাচয়ে হইয়া এক মেলি'।
দশে-পাঁচে নাচে কাঁহা দিয়া করতালি।।২২৩।।
দুই-হাত যোড়া দীপ তৈলের ভাজনে।
এ বড় অদ্ভুত তালি দিলেন কেমনে।।২২৪।।
হেন বুঝি—বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ-স্বভাব-ধর্ম পাইলেক লোকে।।২২৫।।
জীবমাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল।
না জানিল কেহ, কৃষ্ণ-আনন্দে বিহ্বল।।২২৬।।
হস্ত যে হইল চারি, তাহে নাহি জানে।
আপনার স্মৃতি গেল, তবে তালি কেনে।।২২৭।।
হেন মতে বৈকুণ্ঠের সুখে নবদ্বীপ।
নাচিয়া যায়েন সবে গঙ্গার সমীপ।।২২৮।।
বিজয় করিলা যেন নন্দ-ঘোষের বালা।
হাতেতে মোহন-বাঁশী, গলে বনমালা।।২২৯।।
এই মত কীর্তন করিয়া সর্বলোক।
পাসরিলা দেহ-ধর্ম, যত দুঃখ-শোক।।২৩০।।
গড়াগড়ি যায় কেহ, মালসাট্ পূরে।
কাহারও জিহ্বায় নানা মত বাক্য স্ফুরে।।২৩১।।
কেহ বলে,—"এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
লাগি পাঙ এখন ছিণ্ডিয়া ফেলোঁ মাথা।।"২৩২।।
রড় দিয়া যায় কেহ পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহ পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে।।২৩৩।।
না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায়।
না জানি মহানন্দে কত জনে গায়।।২৩৪।।
হেন প্রেম বৃষ্টি হৈল সর্ব নদীয়ায়।
বৈকুণ্ঠসেবকো যাহা চাহে সর্বথায়।।২৩৫।।
যে সুখে বিহ্বল আজ, অনন্ত, শঙ্কর।
হেন-রসে ভাসে সর্ব-নদীয়া-নগর।।২৩৬।।
গঙ্গা-তীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে নাচি' যায়।।২৩৭।।

কীর্তন-প্রভাবে সকল স্থানের পবিত্রতা—

পৃথিবীর আনন্দের নাহি সমুচ্চয়।
আনন্দে হইলা সর্বদিগ্ পথ-ময়।।২৩৮।।
তিল মাত্র অনাচার হেন ভূমি নাই।
পরম উত্তম হৈল সর্ব-ঠাঞি-ঠাঞি।।২৩৯।।

শ্রীচৈতন্যের আদি-কীর্তনের পদ—

নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দিকে অনুচর।।২৪০।।

মহাতাপ,----মশাল।।২১৩।।

বা'য়----বাজায়।।২২০।।

হরিকীর্তন প্রভাবে সকল ভূমি পরম পবিত্র হইল। সামান্য স্থানও কীর্তনবিরহিত বৈষয়িক মরুভূমি রহিল না।।২৩৯।।

অথ পদ—

"তুয়া চরণে মন লাগহুঁরে।
সারঙ্গ-ধর, তুয়া চরণে মন লাগহুঁরে।। ধ্রু।।" ২৪১।।
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্তন।
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন।।২৪২।।

কীর্তনাবেশে সকলের পথভ্রান্তি ও চতুর্দশ ভুবনের শব্দোদ্দিষ্ট বিষয়-অতিক্রমণ—

কীর্তন করেন সবে ঠাকুরের সনে।
'কোন্ দিগে যাই' ইহা কেহ নাহি জানে।।২৪৩।।
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমতে শুনি।।২৪৪।।
ব্রহ্মলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত।
কৃষ্ণ-সুখে পূর্ণ হৈলা, নাহি তা'র অন্ত।।২৪৫।।

দেবগণের কীর্তন-দর্শনে মূর্ছা ও সম্বিৎপ্রাপ্তিতে কীর্তনে যোগদান—

সপার্ষদে সর্ব দেব আইলো দেখিতে।
দেখিয়া মূর্ছিত হৈলা সবার সহিতে।।২৪৬।।
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সর্ব দেবগণ।
নব-রূপে মিশাইয়া করেন কীর্তন।।২৪৭।।
অজ, ভব, বরুণ, কুবের দেবরাজ।
যম, সোম-আদি যত দেবের সমাজ।।২৪৮।।
ব্রহ্মসুখ-স্বরূপ অপূর্ব দেখি' রঙ্গ।
সবে হৈলা নর-রূপে চৈতন্যের সঙ্গ।।২৪৯।।
দেবে নরে একত্র হইয়া 'হরি' বলে।
আকাশ পূরিয়া সব মহা-দীপ জ্বলে।।২৫০।।
কদলীর বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে।
পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দূর্বা, দীপ, আম্রসারে।।২৫১।।

নবদ্বীপ-নগরের তৎকালীন বৈভব—

নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কা'র?
অসংখ্য নগর-ঘর-চত্বর-বাজার।।২৫২।।
এক জাতি লোক যা'তে অর্বুদ অর্বুদ।
ইহা সংখ্যা করিবেক কোন্ বা অবুধ।।২৫৩।।
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল একত্র করি' থুইলেন তথা।।২৫৪।।
স্ত্রীয়ে যত জয়কার দিয়া বলে 'হরি'।
তাহা লক্ষ বৎসরেও বর্ণিতে না পারি।।২৫৫।।

প্রভুর নৃত্য-কীর্তনাদি-দর্শনে সকলের ধৈর্যবিচ্যুতি—

যে সব দেখয়ে প্রভু নাচিয়া যাইতে।
তা'রা আর চিত্তবৃত্তি না পারে ধরিতে।।২৫৬।।
সে কারুণ্য দেখিতে, সে ক্রন্দন শুনিতে।
পরম-লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে।।২৫৭।।

প্রভুর অপূর্ব রূপ—

'বোল বোল' বলি' নাচে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সর্ব-অঙ্গে শোভে মালা অতি-মনোহর।।২৫৮।।
যজ্ঞ-সূত্র, ত্রিকচ্ছ-বসন পরিধান।
ধূলায় ধূসর প্রভু কমলনয়ন।।২৫৯।।

সারঙ্গধর----ধনুষ্পাণি। শ্রীগৌরসুন্দরের আদি-সঙ্কীর্তনে শ্রীরামচন্দ্রের চরণে মনঃসংযোগের বিধান রহিয়াছে। ভক্তগণের অধিকার-ভেদে কেহ কেবল-বাসুদেবের উপাসক, কেহ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক, কেহ বা সীতারামের উপাসক। সাধকের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ আদর্শ সেব্য-পর্য্যায়ের প্রকাশভেদের প্রয়োজনীয়তা আছে। ভগবদ্ভক্তগণ চিরদিনই নীতিবিরুদ্ধ পাপে বিতৃষ্ণ; তাঁহারা সর্বদাই সকলের ও নিজের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট। ইহ-জগতের অবরতা, অসম্পূর্ণতা, অনুপাদেয়তা, পরিচ্ছেদ কালক্ষোভ্য ধর্ম প্রভৃতি ভগবানে, ভগবদ্ধামে ও ভগবল্লীলায় আরোপ করিতে গেলে নিত্যা ভক্তির স্বরূপ-বিপর্যয় করা হয়।।২৪১-২৪২।।

'হরি'-শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হওয়ায় চতুর্দশভুবনের শব্দোদিষ্ট বিষয়গুলি অতিক্রান্ত হইল। ব্রহ্মলোক, শিবলোক ও তদুপরি ঐশ্বর্যময় বৈকুণ্ঠলোক----যাহা গোলোকের নিম্নার্ধ, তৎসমস্তই কৃষ্ণসুখে পূর্ণতা-লাভ করিল।।২৪৪-২৪৫।।

সকল দেবতা পূর্ণসুখস্বরূপের অপূর্বরঙ্গ দেখিয়া নররূপ ধারণপূর্বক শ্রীচৈতন্যদেবের অতিদুর্লভ সঙ্গ লাভ করিতে লাগিলেন।।২৪৯।।

মন্দাকিনী-হেন প্রেম-ধারার গমন।
চান্দেরে না লয় মন দেখি' সে বদন।।২৬০।।
সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার।
অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার।।২৬১।।
সুন্দর চাঁচর কেশ—বিচিত্র বন্ধন।
তঁহি মালতীর মালা অতি-সুশোভন।।২৬২।।

সকলের প্রভু-স্থানে বর প্রার্থনা—

''জনমে জনমে প্রভু, দেহ' এই দান।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম।।২৬৩।।

ভক্তমহিমা বর্ধনার্থ প্রভুর প্রিয়গণের সাক্ষাতে নৃত্য—

এই মত বর মাগে সকল ভুবন।
নাচিয়া যায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।।২৬৪।।
প্রিয়তম সব আগে নাচি' নাচি' যায়।
আপনে নাচয়ে পাছে বৈকুণ্ঠের রায়।।২৬৫।।
চৈতন্য-প্রভু সে ভক্ত বাড়াইতে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে।।২৬৬।।
এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সবার সহিতে আইসেন গঙ্গাপথে।।২৬৭।।

প্রভুর নৃত্য ও ভক্তগণের কীর্তন—

বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে নাচে সর্ব নদীয়ায়।
চতুর্দিকে ভক্তগণ পুণ্য-কীর্তি গায়।।২৬৮।।

ভক্তগণের কীর্তন পদ—

''হরি বল মুগ্ধ লোক, 'হরি' 'হরি' বল রে।
নামাভাসে নাহি রয় শমন-ভয় রে।।''ধ্রু।।২৬৯।।
—এই সব কীর্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র।
ব্রহ্মাদি সেবয়ে যাঁ'র পাদপদ্মদ্বন্দ্ব।।২৭০।।

ব্রহ্মাদি-সেব্যপদ গৌরসুন্দরের নৃত্যকালীন বেশ—

পাহিড়া রাগ

নাচে বিশ্বম্ভর জগত-ঈশ্বর,
ভাগীরথী-তীরে-তীরে।
যাঁ'র পদধূলি, হই' কুতূহলী,
সবেই ধরিল শিরে।।২৭১।।
অপূর্ব বিকার, নয়নে সু-ধার,
হুঙ্কার গর্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বলে 'হরি হরি'-বাণী।।২৭২।।
মদন-সুন্দর, গৌর-কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর-চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচ বাণ।।২৭৩।।
চন্দন-চর্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা।।২৭৪।।
কাম-শরাসন, ভ্রূযুগ-পত্তন,
ভালে মলয়জ-বিন্দু।
মুকুতা-দশন, শ্রীযুত বদন,
প্রকৃতি করুণাসিন্ধু।।২৭৫।।
ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত,
কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু, কম্প, ঘর্ম, পুলক বৈবর্ণ্য,
না জানি কতেক হয়।।২৭৬।।

স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী----প্রেমময়ের গতির তুলনা-স্বরূপ এবং সৌন্দর্য-বিশিষ্ট চন্দ্র ও শ্রীগৌরসুন্দরের বদনমণ্ডলের তুলনায় অতি-স্বল্প দ্রষ্টব্য।।২৬০।।

অপরাধশূন্য ও অপরিব্যক্ত সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট নামউচ্চারণকেই 'নামাভাস' বলে, উহাতে জীবের মুক্তিলাভ ঘটে। যেরূপ নামাপরাধে ক্লেশের সম্ভাবনা থাকে, নামের আভাসে তদ্রূপ যমদণ্ডে দণ্ডিত হইবার ক্লেশের কোন সম্ভাবনা থাকে না।।২৬৯।।

পাঁচবাণ----সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন----এই পঞ্চ কন্দর্পবাণ।

তথ্য। ''দ্রবণং শোষণং বাণং তাপনং মোহনাভিদম্। উন্মাদনঞ্চ কামস্য বাণাঃ পঞ্চ প্রকীর্তিতাঃ।'' অর্থাৎ দ্রবণ, শোষণ, তাপন, মোহন ও উন্মাদন----এই পঞ্চবাণ।।২৭৩।।

ত্রিভঙ্গ হইয়া, কভু দাঁড়াইয়া,
অঙ্গুলে মুরলী বা'য়।
জিনি' মত্ত গজ, চলই সহজ,
দেখি' নয়ন জুড়ায়।।২৭৭।।
অতি-মনোহর, যজ্ঞ-সূত্র-বর,
সদয় হৃদয়ে শোভে।
এ বুঝি অনন্ত, হই, গুণবন্ত,
রহিলা পরশ-লোভে।।২৭৮।।
নিত্যানন্দ-চাঁদ, মাধব-নন্দন,
শোভা করে দুই-পাশে।
যত প্রিয়-গণ, করয়ে কীর্তন
সবা' চাহি' চাহি' হাসে।।২৭৯।।
যাঁহার কীর্তন, করি' অনুক্ষণ,
শিব 'দিগম্বর ভোলা'।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে,
করিয়া কীর্তন-খেলা।।২৮০।।
যে করয়ে বেশ, যে অঙ্গ, যে কেশ,
কমলা লালসা করে।
সে প্রভু ধূলায়, গড়াগড়ি যায়,
প্রতি নগরে নগরে।।২৮১।।
লক্ষ কোটি দীপে, চাঁদের আলোকে,
না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, 'হরি' বহি আর,
না বোলই কারো মুখে।।২৮২।।

প্রভুর নৃত্য-দর্শনে সকলের আনন্দ ও কীর্তন—

অপূর্ব কৌতুক, দেখি' সর্ব লোক,
আনন্দে হইল ভোর।
সবেই সবার, চাহিয়া বদন,
বলে ভাই ''হরি বোল''।।২৮৩।।

প্রভুর ভাবাবেশে পতনকালে নিত্যানন্দের রক্ষা—

প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ,
যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে,
যেন অঙ্গে প্রভু রয়।।২৮৪।।

সংকীর্তন-কালে প্রভুর বিবিধ লীলা—

নিত্যানন্দ ধরি', বীরাসন করি',
ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বাম কক্ষে তালি, দিয়া কুতূহলী,
'হরি হরি' বলি' হাসে।।২৮৫।।
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
''মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি', মুঞি সে কংসারি,
বলি ছলিয়া বামন।।২৮৬।।
সেতু-বন্ধ করি', রাবণ সংহারি',
মুঞি সে রাঘব-রায়।''
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার,
কহি' চারিদিগে চায়।।২৮৭।।
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব,
সেই ক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি', 'প্রভু প্রভু' বলি',
মাগয়ে ভকতি-দান।।২৮৮।।
যখন যে করে, গৌরাঙ্গ-সুন্দরে,
সব মনোহর লীলা।

মাধব-নন্দন----মাধব মিশ্রের পুত্র শ্রীগদাধর পণ্ডিত।।২৭৯।।

বেলে----বেলায়, সময়।।২৮৪।।

তথ্য। বীরাসন----''বীরানাং সাধকানামাসনম্।'' সাধকদিগের আসনবিশেষ। এই আসনে আসীন হইয়া সাধকগণ সাধনা করিয়া থাকেন। একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যেদুরূসংস্থিত। ইতরস্মিন্ তথা পশ্চাদ্ বীরাসনমিদং বিদুঃ।। ----(ঘেরণ্ডসংহিতা)। পূজাদির সঙ্কল্প 'বীরাসনে' বসিয়া করিতে হয়। বাম উরুর উপর দক্ষিণ জঙ্ঘা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অবস্থিতির নাম---- ''বীরাসন'।।২৮৫।।

আপন বদনে, আপন চরণে,
অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা।।২৮৯।।

শ্রীনবদ্বীপের শ্বেতদ্বীপের ধারণা জৈবজ্ঞানে প্রকাশের কাল—

বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
সব নবদ্বীপে নাচে।

শ্বেতদ্বীপ-নাম, নবদ্বীপ-গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে।।২৯০।।

নানা বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে কীর্তনকালে প্রভুর অবস্থিতি—

মন্দিরা, মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ,
না জানি কতেক বাজে।

মহা-হরিধ্বনি, চতুর্দিকে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে।।২৯১।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীনামের জয়গান—

জয় জয় জয়, নগর-কীর্তন,
জয় বিশ্বম্ভর-নৃত্য।

বিংশ-পদ গীত, চৈতন্য-চরিত,
জয় চৈতন্যের ভৃত্য।।২৯২।।

যেই-দিকে চা'য়, বিশ্বম্ভর রায়,
সেই দিক্ প্রেমে ভাসে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
গায় বৃন্দাবন-দাসে।।২৯৩।।

বৈকুণ্ঠ-শব্দ চতুর্দশ ভুবন, বিরজা, ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মাণ্ডের কর্ণপটহ ভেদ-পূর্বক একায়ন-পদ্ধতিতে অবস্থানকারী—

হেন-মহারঙ্গে প্রতি নগরে নগর।
কীর্তন করেন সর্ব লোকের ঈশ্বর।।২৯৪।।
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্বলোকে করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে।।২৯৫।।

বৈকুণ্ঠধ্বনি-শ্রবণে বৈকুণ্ঠ-নাথের উল্লাস—

শুনিয়া বৈকুণ্ঠ-নাথ-শ্রীগৌর-সুন্দর।
উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ-উপর।।২৯৬।।
মত্তসিংহ জিনি কত তরঙ্গ প্রভুর।
দেখিতে সবার হর্ষ বাড়য়ে প্রচুর।।২৯৭।।

মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্তনের পথ—

গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর-রায়।।২৯৮।।

সব নবদ্বীপে----নবদীপের সকল-স্থানে অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপে।

শ্রীগৌরসুন্দর কেবল বিশ্বেশ্বর নহেন। তিনি বৈকুণ্ঠেরও ঈশ্বর অর্থাৎ মায়িক বিশ্ব ও মায়াতীত বৈকুণ্ঠ, উভয়েরই প্রভু।।

শ্বেতদ্বীপ----শ্রীগৌরবিচরণ-লীলা-ক্ষেত্রই যে 'নবদ্বীপ' বা 'শ্বেতদ্বীপ' এই প্রতীতি আধ্যক্ষিক মানবজ্ঞানে নিরস্ত হইয়া বাস্তবজ্ঞানে উদিত হয়। আধ্যক্ষিকগণ ভোগময়ী ধারণার বশে ধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু যে-কালে তাঁহাদের ধামের স্বরূপ বোধ হয় সে-কালে তাঁহারা জানিতে পারেন যে পশুপক্ষিমানবাদির ভোগ্যভূমি 'শ্রীধাম' নহেন।

'বেদ' শব্দের অর্থ চারি। শ্রীনবদ্বীপ যে কেবল জড় ভূমিকা নহেন, তাহা পাঞ্চরাত্রিক চতুর্ব্যূহ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। একপাদবিভূতিতে যে দৃশ্য জগৎ, তাহা ত্রিপাদবিভূতিবর্জিত হওয়ায় চতুষ্পাদবিভূতির সহিত সমধারণা-বিশিষ্ট নহে। পঞ্চতত্ত্ববিচারে যে সকল ধর্ম, উহারই চারিপ্রকার প্রকাশ ব্যূহতত্ত্বে অবস্থিত। আবার, পুরুষাবতারত্রয় তুরীয় বস্তু হইতে বিভিন্ন সাগরে পরিদৃষ্ট হইলে চতুর্বিধ প্রকাশের জ্ঞানলাভ হয়। এই পুরুষাবতারতত্ত্বের অভিজ্ঞানেই বৈকুণ্ঠ গোলোক-শ্বেতদ্বীপের ধারণা লাভ ঘটে। ভগবৎপ্রাকট্যের ৪০০ বৎসর বা ৪০৪ বৎসর অথবা৪৪৪ বৎসর পরে শ্রীনবদ্বীপ ধামের শ্বেতদ্বীপত্ব ধারণা জৈবজ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছে।।২৯০।।

বিংশতি পদগীত----"নাচে বিশ্বম্ভর" হইতে আরম্ভ করিয়া "মাঝে শোভে দ্বিজরাজ" পর্যন্ত বিশটি গীত।।২৯২।।

বদ্ধজীবের কর্ণপটহে যে-সকল শব্দ ধ্বনিত হয়, তাহার বিচার চতুর্দশ ভুবনের অন্তর্গত রাজ্যে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠশব্দ এই চতুর্দশ ভুবন, বিরজা ও ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কর্ণপটহ ছেদনপূর্বক একায়ন-পদ্ধতিতে অবস্থান করে।।২৯৫।।

'আপনার ঘাটে' আগে বহু নৃত্য করি'।
তবে 'মাধায়ের ঘাটে' গেলা গৌরহরি।।২৯৯।।
'বারকোণা-ঘাটে', 'নগরিয়া-ঘাটে' গিয়া।
'গঙ্গার নগর' দিয়া গেলা 'সিমুলিয়া'।।৩০০।।

অসংখ্য দীপালোকে লোকের দিবারাত্রি-নির্ণয়ে ভ্রান্তি—

লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুর্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দিকে 'হরি' বলে।।৩০১।।
চন্দ্রের আলোকে অতি অপূর্ব দেখিতে।
দিবা-নিশি একো কেহো নারে নিশ্চয়িতে।।৩০২।।

সর্বদ্বারে মঙ্গলাচার ও দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি—

সকল দুয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে।
রম্ভা, পূর্ণ-ঘট, আম্রসার, দীপ জ্বলে।।৩০৩।।
অন্তরীক্ষে থাকি' যত স্বর্গদেব-গণ।
চম্পক, মল্লিকা-পুষ্প করে বরিষণ।।৩০৪।।

বসুমতীর জিহ্বা-সহ পুষ্পের তুলনা—

পুষ্পবৃষ্টি হৈল নবদ্বীপ-বসুমতী।
পুষ্প-রূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি।।৩০৫।।
সুকুমার-পদাম্বুজ প্রভুর জানিয়া।
জিহ্বা প্রকাশিলা দেবী পুষ্প-রূপ হঞা।।৩০৬।।

সভক্ত গৌরচন্দ্রের নৃত্যে নগরবাসীর উল্লাসে
বিবিধ ক্রিয়া ও উক্তি—

আগে নাচে শ্রীবাস, অদ্বৈত, হরিদাস।
পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল-প্রকাশ।।৩০৭।।
যে-নগরে প্রবেশ করয়ে গৌর-রায়।
গৃহ-বৃত্তি পরিহরি' সর্ব লোক-ধায়।।৩০৮।।
দেখিয়া সে চাঁদমুখ জগত জীবন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সর্বজন।।৩০৯।।
নারীগণ হুলাহুলি দিয়া বলে 'হরি'।
স্বামী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত, সকল পাসরি'।।৩১০।।
অর্বুদ অর্বুদ নগরিয়া নদীয়ার।
কৃষ্ণ-রসে-উন্মাদ হইল সবাকার।।৩১১।।
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ বলে 'হরি'।
কেহ গড়াগড়ি' যায় আপনা' পাসরি'।।৩১২।।
কেহ কেহ নানামত বাদ্য বা'য় মুখে।
কেহ কারো কান্ধে উঠে পরানন্দ-সুখে।।৩১৩।।
কেহ কা'রো চরণ ধরিয়া পড়ি' কান্দে।
কেহ কা'রো চরণ আপন কেশে বান্ধে।।৩১৪।।
কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহারো চরণে।
কেহ কোলাকোলী বা করয়ে কারো সনে।।৩১৫।।

শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে কতিপয় ভক্তের অন্তরে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালীয় গঙ্গাখাত অবস্থিত ছিল। এক্ষণে সেই খাতের গর্ভাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই খাত ধরিয়া পশ্চিমোত্তরে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। সেই পথে মহাপ্রভু কীর্তন-বাণী লইয়া চলিতে লাগিলেন।।২৯৮।।

নিজগৃহ হইতে দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূর গেলেই প্রভুর 'বাড়ীর ঘাট' পাওয়া যাইত। সেখান হইতে ক-এক রশি দূরে 'মাধাইর ঘাট' ছিল।।২৯৯।।

'মাধাইর ঘাট' অতিক্রম করিয়া 'বারকোণা ঘাট' অবস্থিত ছিল। তাহার পরই নগর-বাসিগণের প্রশস্ত ঘাট ছিল। তাহার পরেই 'গঙ্গানগর'-পল্লী। কিছুদিন পূর্বে গঙ্গানগরের অধিষ্ঠান বর্তমান 'ভারুইডাঙ্গা' পল্লীর সন্নিহিত স্থানে ছিল। গঙ্গানগর হইতে উত্তরপূর্ব কোণে অর্ধ ক্রোশের মধ্যেই প্রাচীন 'সিমুলিয়া'-গ্রাম ছিল। বর্তমান 'ছাড়ি গঙ্গার' খাত---যাহাকে 'গুড় গুড়ে' বলে, সে স্থানে গঙ্গা প্রবাহিত হওয়ায় ঐ 'সিমুলিয়া'-গ্রামের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তাহা সম্প্রতি 'কৃষ্ণনগর', 'চরকাষ্ঠশালী', 'তারণবাস' 'কড়িয়াটি' প্রভৃতি নামে সময় সময় কথিত হইত। এক্ষণে 'খাগ্‌সেপাড়া'-নামক স্থানে একটী বটবৃক্ষের তলে সিমন্তিনী দেবীর স্থান হইয়াছে। প্রভুর সময়ে 'সিমুলিয়া' এই স্থান হইতে কএক্ সহস্র হস্ত দূরে অবস্থিত ছিল।।৩০০।।

বসুমতীর জিহ্বা পুষ্পের সহিত তুলনা হইয়াছে। দেবী বসুমতী পুষ্পরূপিণী নিজ জিহ্বা প্রকাশ করিলেন। তদুপরি অর্থাৎ পুষ্পাস্তরণে গৌরসুন্দরের সুকোমল পাদপদ্ম বিচরণ করিবার জন্য পথগুলি পুষ্পশোভিত হইল।।৩০৬।।

কেহ বলে,—“মুঞি এই নিমাই পণ্ডিত।
জগত উদ্ধার লাগি' হইনু বিদিত।।”৩১৬।।
কেহ বলে,—“আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব।”
কেহ বলে,—“আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ।।”৩১৭।।
কেহ বলে,—“এবে কাজী বেটা গেলা কোথা।
লাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করোঁ মাথা।।”৩১৮।।
পাষণ্ডী ধরিতে কেহ রড় দিয়া যায়।
“ধর ধর এই পাপ-পাষণ্ডী পলায়।।”৩১৯।।
বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহ কেহ চড়ে।
সুখে পুনঃ পুনঃ গিয়া লাফ দিয়া পড়ে।।৩২০।।
পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি' কেহ ভাঙ্গে ডাল।
কেহ বলে,—“এই মুঞি পাষণ্ডীর কাল।।”৩২১।।
অলৌকিক শব্দ কেহ উচ্চ করি' বলে।
যম রাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে।।৩২২।।
সেইখানে থাকি বলে,—“আরে যমদূত!
বল গিয়া যথা আছে তোর সূর্য-সুত।।৩২৩।।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক অবতরি' শচী-ঘরে।
আপনি কীর্তন করে নগরে নগরে।।৩২৪।।
যে নাম-প্রভাবে তোর ধর্মরাজ যম।
যে নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধম।।৩২৫।।
হেন নাম সর্ব মুখে প্রভু বোলাইলা।
উচ্চারণে শক্তি নাহি সে তাহা শুনিলা।।৩২৬।।
প্রাণী-মাত্র কারে যদি করে অধিকার।
মোর দোষ নাহি তবে করিব সংহার।।৩২৭।।
ঝাট কহ গিয়া যথা আছে চিত্রগুপ্ত।
পাপীর লিখন সব ঝাট কর লুপ্ত।।৩২৮।।
যে-নাম প্রভাবে তীর্থ-রাজ বারাণসী।
যাহা গায় শুদ্ধ-সত্ত্ব শ্বেতদ্বীপ-বাসী।।৩২৯।।
সর্ব-বন্দ্য মহেশ্বর যে-নাম প্রভাবে।
হেন নাম সর্বলোকে শুনে, বলে এবে।।৩৩০।।
হেন নাম লও, ছাড়, সর্ব অপকার।
ভজ বিশ্বম্ভর, নহে করিমু সংহার।।”৩৩১।।
আর জন সব দিশে রড় দিয়া যায়।
“ধর ধর কোথা কাজী ভাণ্ডিয়া পলায়।।৩৩২।।
কৃষ্ণের কীর্তন যে যে পাপী নাহি মানে।
কোথা গেল সে-সকল পাষণ্ডী এখনে।।”৩৩৩।।

হরি-নাম-প্রভাবেই যমের ধর্মরাজ'-সংজ্ঞা। বিপ্রাপসদ অজামিল নামাভাস প্রভাবেই যমরাজের হস্ত হইতে উদ্ধারপাইয়াছিলেন অর্থাৎ যমরাজ অজামিলের নামাভাস গ্রহণ হেতুই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।৩২৫।।

যমের সংখ্যা—চতুর্দশ; তন্মধ্যে চিত্রগুপ্ত অন্যতম; তিনি মানবের পাপ-পুণ্যাদির হিসাব লিখিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি নাম-গ্রহণকালে উন্মত্ত হইয়া বলিতেছেন যে, চিত্রগুপ্ত যম পাপ পরায়ণ মানবগণের সম্বন্ধে যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই সম্প্রতি নাম গ্রহণপ্রভাবে মুছিয়া ফেলুন।।৩২৮।।

পঞ্চবদন-মহাদেববারাণসীতে অবস্থান করিয়া ভগবন্নাম গ্রহণ করেন; তজ্জন্যই বারাণসী প্রধান তীর্থরাজ অর্থাৎ প্রধান স্বারস্বত-ক্ষেত্র। শ্বেতদ্বীপবাসী শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎপার্যদ নিচয় মিশ্রগুণ হইতে সুদূরে অবস্থানপূর্বক শ্রীনাম-প্রভাব গান করিয়া থাকেন।।৩২৯।।

মহাদেব—সকলদেবতার বন্দ্য; তিনি যে নামগান করেন, তাহা তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াই দেবমনুষ্যাদি গান করিয়া থাকেন। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় সেই আদিপুরুষ রুদ্র হইতে খৃষ্টজন্মের ২০০ শত বৎসর পূর্বে মাদুরা প্রদেশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারই ধারায় 'নামকৌমুদী'-লেখক শ্রীলক্ষ্মীধর ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীধরস্বামিপাদ শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার পরা রচনার দ্বারা শ্রীনামের প্রভাব বর্ণন করিয়াছেন; শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীনামকৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থের বহুমানন করিয়াছেন। 'প্রেমাকর' প্রভৃতির বংশধরগণ বল্লভাচার্যের কূলগুরু-সূত্রে শ্রীনামের অচিন্ত্য প্রভাব উপলব্ধি করেন নাই।।৩৩০।।

সকলপ্রকার অপকার পরিহার-বাসনা করিলেই নামগ্রহণে প্রবৃত্তি হয়। জগৎপালনসূত্রে বিশ্বম্ভর গৌরসুন্দর নামদান করিয়া জগৎকে পালন করিয়াছেন। যাহারা নামভজন-বিদ্বেষী, তাহাদের কুবিচার-প্রণালী শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় সেবক ধর্মরাজ সুষ্ঠুভাবে বিনাশ করিতে অগ্রসর হন।।৩৩১।।

মাটিতে কিলায় কেহ 'পাষণ্ডী' বলিয়া।
'হরি' বলি' বুলে পুনঃ হুঙ্কার করিয়া।।৩৩৪।।
এই মত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্বক্ষণ।
কিবা বলে, কিবা করে, নাহিক স্মরণ।।৩৩৫।।

নগরিয়াগণের কৃষ্ণোন্মাদ-দর্শনে পাষণ্ডগণের গাত্রদাহ—

নগরিয়া সকলের উন্মাদ দেখিয়া।
মরয়ে পাষণ্ডী সব জ্বলিয়া পুড়িয়া।।৩৩৬।।
সকল পাষণ্ডী মেলি' গণে' মনে মনে।
"গোসাঞি করেন কাজী আইসে এখনে।।৩৩৭।।
কোথা যায় রঙ্গ ঢঙ্গ কোথা যায় ডাক।
কোথা যায় নাট গীত, কোথা যায় জাঁক।।৩৩৮।।
কোথা যায় কলা-পোঁতা, ঘট-আম্রসার।
এ সকল বচনের শোধি তবে ধার।।৩৩৯।।
যত দেখ মহাতাপ দেউটি সকল।
যত দেখ হের সব ভাবক-মণ্ডল।।৩৪০।।
গণ্ডগোল শুনিয়া আইসে কাজী যবে।
সবার গঙ্গায় ঝাঁপ দেখিবাঙ তবে।।"৩৪১।।
কেহ বলে,—"মুঞি তবে নিকটে থাকিয়া।
নগরিয়া-সব দেঙ গলায় বান্ধিয়া।।"৩৪২।।
কেহ বলে,—"চল যাই কাজীরে কহিতে।"
কেহ বলে,—"যুক্তি নহে এমন করিতে।।"৩৪৩।।
কেহ বলে,—"ভাই সব, এক যুক্তি আছে।
সবে রড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে।।৩৪৪।।
'আইসে করিয়া কাজী' বচন তোলাই।
তবে এক জনাও না রহিব তা'র ঠাঞি।।"৩৪৫।।
এই মত পাষণ্ডী আপনা' খায় মনে।
চৈতন্যের গণ মত্ত শ্রীহরি কীর্তনে।।৩৪৬।।

শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের অঙ্গশোভা—

সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা।
আনন্দে গায়েন 'কৃষ্ণ' সবে হই' ভোলা।।৩৪৭।।

তাৎকালিক সিমুলিয়ার অবস্থান—

নদীয়ার একান্ত নগর 'সিমুলিয়া'।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া।।৩৪৮।।

ভক্তমুখে হরিকীর্তন-শ্রবণে প্রভুর সাত্ত্বিক-বিকার—

অনন্ত অর্বুদ-মুখে হরিধ্বনি শুনি'।
হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজ-কুল-মণি।।৩৪৯।।
সে কমল-নয়নে বা কত আছে জল।
কতেক বা ধারা বহে পরম নির্মল।।৩৫০।।
কম্প-ভাবে উঠে পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে।
কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু না পারে ধরিতে।।৩৫১।।
শেষে বা যে হয় মূর্ছা আনন্দ-সহিত।
প্রহরেকো ধাতু নাহি, সবে চমকিত।।৩৫২।।

প্রভুর অপূর্ব ভাবাবেশ-দর্শনে বিবিধজনের বিবিধ উক্তি—

এই মত অপূর্ব দেখিয়া সর্ব জন।
সবেই বলেন,—"এ পুরুষ—নারায়ণ।।"৩৫৩।।

ভাণ্ডিয়া—ফাঁকি দিয়া।।৩৩২।।

ভগবদ্‌বিমুখতা প্রবল হইলে কৃষ্ণকীর্তনরূপ ঔষধ গ্রহণে পাপিগণের পরাঙ্মুখতা থাকে। কীর্তন-বিরোধী জনগণ ভগবদিতর দেবগণকে সমপর্যায়ে গণনা করে বলিয়া উহাদের 'পাষণ্ডী'-সংজ্ঞা। কৃষ্ণ-কীর্তনের সহিত ইতরদেবগণের নামোচ্চারণ সমপর্যায়ে গণনা করাই পাষণ্ডীর স্বভাব। কৃষ্ণনাম-বৈকুণ্ঠনাম। অন্যদেবগণ মায়িক, তাহাদের নাম—নামী দেবগণের সহিত ভেদধর্মযুক্ত; সুতরাং 'কৃষ্ণ' ও দেব-বাচক কৃষ্ণেতর নামের সামঞ্জস্য করিবার প্রয়াস দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম।।৩৩৩।।

নাম-ভজন-প্রণালী ও নাম-কীর্তনের বিরোধ-ভাব পোষক পাষণ্ডিগণ সর্বদা জ্বলিয়া পুড়িয়া ক্লিষ্ট থাকে এবং দশপ্রকার মৃত্যুর কোন না কোন প্রকার মৃত্যু আবাহন করে। তাহারা ঈর্ষান্বিত হইয়া স্বীয় গাত্রদাহ-নিবারণের জন্য ভগবদ্‌ভক্তের বিদ্বেষ করিয়া থাকে।।৩৩৬।।

দেউটী (হি-দিয়ট্‌, ডিয়ট—দীপ-পাত্র) প্রদীপ।।৩৪০।।

'গঙ্গানগর' হইতে উত্তর-পূর্বদিকে অর্ধক্রোশ আসিলে যে 'শিমুলিয়া'-নগর অবস্থিত ছিল, তাহা নদীয়া-নগরের এক প্রান্তে।।৩৪৮।।

কেহ বলে,—"নারদ, প্রহ্লাদ, শুক যেন।"
কেহ বলে,—"যে-সে হউ, মনুষ্য নহেন।।"৩৫৪।।
এই মত বলে, যেন যা'র অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বলে,—"পরম বৈষ্ণব।।"৩৫৫।।
বাহ্য নাহি প্রভুর পরম-ভক্তি-রসে।
বাহু তুলি 'হরি-বোল হরি বোল' ঘোষে।।৩৫৬।।
শ্রীমুখের বচন শুনিয়া একেবারে।
সর্ব লোকে 'হরি হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে।।৩৫৭।।

প্রভুর কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর—

গৌরাঙ্গ-সুন্দর যায় যে-দিগে নাচিয়া।
সেই দিগে সর্বলোক চলয়ে ধাইয়া।।৩৫৮।।
কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য-কোলাহল কাজী শুনয়ে প্রচুর।।৩৫৯।।

বাদ্য-কোলাহল-শ্রবণে কাজীর তদ্‌বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ অনুচর প্রেরণ—

কাজী বলে,—"শুন ভাই,কি গীত-বাদন!
কিবা কা'র বিভা, কিবা ভূতের কীর্তন।।৩৬০।।
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট জানি' আও, তবে চলিব আপনি।।"৩৬১।।
কাজীর আদেশে তবে অনুচর ধায়।
সংঘট্ট দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায়।।৩৬২।।
অনন্ত অর্বুদ লোকে বলে,—"কাজী মার।"
ডরে পলাইল তবে কাজীর কিঙ্কর।।৩৬৩।।

অনুচর-কর্তৃক কাজী-সমীপে প্রভুর আগমন-বার্তা জ্ঞাপন—

রড় দিয়া কাজীরে কহিল ঝাট গিয়া।
"কি কর' চলহ ঝাট যাই পলাইয়া।।৩৬৪।।
কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাই-আচার্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য।।৩৬৫।।
লাখে লাখে মহাতাপ দীপ সব জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক মেলি' হিন্দুয়ানি বলে।।৩৬৬।।
দুয়ারে দুয়ারে কলা-ঘট-আম্রসার।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার।।৩৬৭।।
না জানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে।
বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপাড়ে।।৩৬৮।।
হেন মত নদীয়ার নগরে নগরে।
রাজা আসিতেও কেহ এমন না করে।।৩৬৯।।
সব ভাবকের বড় নিমাই পণ্ডিত।
সবে চলে, সে নাচিয়া যায় যেই ভিত।।৩৭০।।
যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা।
'আজি কাজী মার' বলি' আইসে তাহারা।।৩৭১।।
একো যে হুঙ্কার করে নিমাই-আচার্য।
সেই সে হিন্দুর ভূত, এ তাহার কার্য!!"৩৭২।।
কেহ বলে,—"এ বামনা এত কান্দে কেন!
বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেন।।"৩৭৩।।
কেহ বলে,—"বামনের কে আছে কোথায়!
সেই দুঃখে কাঁদে, হেন বুঝি সে সদায়।।"৩৭৪।।
কেহ বলে,—"বামন দেখিতে লাগে ভয়।
গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়।।"৩৭৫।।

বাদ্য-কোলাহল-শ্রবণে কাজীর নিমাইয়ের বিবাহার্থ যাত্রা বলিয়া ধারণা—

কাজী বলে,—"হেন বুঝি নিমাই পণ্ডিত।
বিহা করিবারে বা চলিলা কোন ভিত।।৩৭৬।।

'সিমুলিয়া'-গ্রাম হইতে বর্তমান 'বামনপুকুর'-গ্রামে আসিবার পথ; সেখানে প্রাচীন কাজীবাড়ি ছিল; উহা এখনও আছে।।৩৫৯।।

শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তন বাহিনীর শব্দ শুনিয়া কাজী তাহা অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল,—-ঐ প্রকার কোলাহল কোন বিবাহাদির বাদ্য বা কোন আমোদ-প্রমোদের গোলমাল। তিনি বলিলেন, "আমি হিন্দুগণের কীর্তন বন্ধ করিবার আদেশ করিয়াছি; আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন 'হিন্দুয়ানি' কীর্তন হইতে থাকে, তবে উহার সংবাদ পাইবামাত্র আমি স্বয়ং গিয়া উহা বন্ধ করিব।।"৩৬১।।

বিহা----বিবাহ।।৩৭৬।।

এবা নহে, মোরে লঙ্ঘি' হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে।।''৩৭৭।।
এইমত যুক্তি কাজী করে সর্ব-গণে।
মহাবাদ্য-কোলাহল শুনি ততক্ষণে।।৩৭৮।।

প্রভুর কাজীনগরে আগমন ও কোটিকণ্ঠে হরিধনি-শ্রবণে যবনগণের ভীতি—

সর্বলোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথা কাজীর নগর।।৩৭৯।।
কোটি কোটি হরিধ্বনি মহা-কোলাহল।
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালাদি পূরিল সকল।।৩৮০।।
শুনিয়া কম্পিত কাজী গণ-সহ ধায়।
সর্প-ভয়ে যেন ভেক, ইন্দুর পলায়।।৩৮১।।
পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিগ্ নাহি জানে।।৩৮২।।
মাথার ফেলিয়া পাগ কেহ সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে, অন্তরে প্রাণ হালে।।৩৮৩।।
যা'র দাড়ি আছে, সেই হঞা অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে ডরে হালে বুক।।৩৮৪।।
অনন্ত অর্বুদ লোক কে বা কা'রে চিনে।
আপনার দেহ-মাত্র কেহ নাহি জানে।।৩৮৫।।
সবেই নাচেন, সবে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া 'হরি' বলে সর্বলোকে।।৩৮৬।।

কাজীদ্বারে প্রভুর আগমন ও কাজী-নির্যাতনার্থ আদেশ—

আসিয়া কাজীর দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর।।৩৮৭।।
ক্রোধে বলে প্রভু—''আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট আন' ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা।।৩৮৮।।
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কালযবন।।৩৮৯।।
প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার।''
'ঘর ভাঙ্গ, ভাঙ্গ' প্রভু বলে বার বার।।৩৯০।।
সর্ব-ভূত অন্তর্যামী শ্রীশচী-নন্দন।
আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন আছে কোন্ জন।।৩৯১।।

প্রভু-আদেশে সকলে কাজীর গৃহের দ্বারে নানারূপ অত্যাচার—

মহামত্ত সর্ব লোক চৈতন্যের রসে।
ঘরে উঠিলেন সবে প্রভুর আদেশে।।৩৯২।।
কেহ ঘর ভাঙ্গে, কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে, কেহ করয়ে হুঙ্কার।।৩৯৩।।
আম্র-পনসের ডাল ভাঙ্গি' কেহ ফেলে।
কেহ কদলীর বন ভাঙ্গি' 'হরি' বলে।।৩৯৪।।
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া।।৩৯৫।।
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
'হরি' বলি' নাচে সব শ্রুতি-মূলে দিয়া।।৩৯৬।।
একটি করিয়া পত্র সর্ব লোকে নিতে।
কিছু না রহিল আর কাজীর বাড়ীতে।।৩৯৭।।

কাজীগৃহে অগ্নি-প্রদানার্থ প্রভুর আদেশ ও ভক্তগণের গলবস্ত্রে প্রভুর ক্রোধশান্তির নিমিত্ত প্রার্থনা—

ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে,—''অগ্নি দেহ' বাড়ীর ভিতর।।৩৯৮।।
পুড়িয়া মরুক সব-গণের সহিতে।
সর্ব বাড়ী বেড়ি' অগ্নি দেহ' চারি ভিতে।।৩৯৯।।
দেখোঁ মোরে কি করে উহার নর-পতি।
দেখোঁ আজি কোন্ জনে করে অব্যাহতি।।৪০০।।
যম, কাল, মৃত্যু,—মোর সেবকের দাস।
মোর দৃষ্টি-পাতে হয় সবার প্রকাশ।।৪০১।।

সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক মহাপ্রভু কীর্তনবিরোধী নির্জনতাপ্রিয় ধ্যানিদিগকে 'পাপী' জানিয়া সংহার করিবেন, বলিলেন। সকল প্রকার পাপ-পরায়ণ জীব যদি কীর্তন করে, তাহা হইলে তাহারাও ভগবৎস্মৃতিপথে আসিবে। কীর্তনবিরোধী তপস্যা নিরত ত্যক্তভোগ যদি মুমুক্ষু জ্ঞানী, ভগবৎসান্নিধ্য-লাভেচ্ছু যোগী---যদিও জনসমাজে 'ধার্মিক সাধু' বলিয়া খ্যাত,---কিন্তু তাহারা যদি ভগবৎ-কীর্তন উচ্চৈঃস্বরে না করে, তাহা হইলে মহাপ্রভু তাহাদিগকেও বিনাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামী-প্রভু সপ্তমস্কন্ধের

সংকীর্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
কীর্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার।।৪০২।।
সর্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্তন।
অবশ্য তাহারে মুঞি করিমু স্মরণ।।৪০৩।।
তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী, যে-যে জন।
সংহারিমু যদি সব না করে কীর্তন।।৪০৪।।
অগ্নি দেহ' ঘরে সব না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিমু প্রলয়।।''৪০৫।।
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব ভক্ত-গণ।
গলায় বাঁধিয়া বস্ত্র পড়িলা তখন।।৪০৬।।
ঊর্ধ্ববাহু করিয়া সকল ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে ধরি' করে নিবেদন।।৪০৭।।
''তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কর্ষণ।
তাঁহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন।।৪০৮।।
যে-কালে হইবে সর্ব সৃষ্টির সংহার।
সঙ্কর্ষণ ক্রোধে হন রুদ্র-অবতার।।৪০৯।।
যে রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহারে।
শেযে তিহোঁ আসি' মিলে তোমার শরীরে।।৪১০।।
অংশাংশের ক্রোধে যাঁ'র সকল সংহারে।
সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন্ জনে তরে।।৪১১।।
'অক্রোধ পরমানন্দ তুমি' বেদে গায়।
বেদ-বাক্য প্রভু ঘুচাইতে না যুয়ায়।।৪১২।।
ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার লীলা-মাত্র।।৪১৩।।
করিলা তো কাজীর অনেক অপমান।
আর যদি ঘটে তবে সংহারিহ প্রাণ।।''৪১৪।।
''জয় বিশ্বম্ভর মহারাজ রাজেশ্বর।
জয় সর্বলোক-নাথ শ্রীগৌর-সুন্দর।।৪১৫।।
জয় জয় অনন্ত-শয়ন রমা-কান্ত।''
বাহু তুলি' স্তুতি করে সকল মহান্ত।।৪১৬।।

ভক্তবাক্যে প্রভুর কোপ-শান্তি ও অন্যত্র বিজয়—

হাসে মহাপ্রভু সর্বদাসের বচনে।
'হরি' বলি' নৃত্য-রসে চলিলা তখনে।।৪১৭।।
কাজীরে করিয়া দণ্ড সর্ব-লোক-রায়।
সংকীর্তন-রসে সর্ব-গণে নাচি' যায়।।৪১৮।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
'রামকৃষ্ণ জয়-ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল।।''৪১৯।।
কাজীর ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব-নগরিয়া।
মহানন্দে 'হরি' বলি' যায়েন নাচিয়া।।৪২০।।
পাষণ্ডীর হইল পরম চিত্তভঙ্গ।
পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে, বৈষ্ণবের রঙ্গ।।৪২১।।
''জয় কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী।''
গায় সব নগরিয়া দিয়া হাতে তালি।।৪২২।।
জয়-কোলাহল প্রতি নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে।।৪২৩।।
কেবা কোন্ দিগে নাচে, কেবা গায়, বা'য়।
হেন নাহি জানি কে বা কোন্ দিগে ধায়।।৪২৪।।
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ।
শেযে চলে মহাপ্রভু শ্রীশচী-নন্দন।।৪২৫।।
কীর্তনীয়া—ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত আপনি।
নৃত্য করে প্রভু বৈষ্ণবের চূড়ামণি।।৪২৬।।

(৫।২৩) প্রহ্লাদোক্তির টীকায় লিখিয়াছেন,—''যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব কর্তব্যা।'' কীর্তন বাদ দিয়া অন্য কোন ভক্তি হইতে পারে না।।৪০৪।।

বর্তমান কালে আমরা যে বিশ্বে বাস করি, তথায় হরিকথার কোন কীর্তন নাই, তজ্জন্য লোক-হিতৈষী বিশ্বম্ভর হরিকীর্তন-মুখেই সর্ববিধ ভগবৎ সেবা-বিধানের উপদেশ দিয়াছেন। নামকীর্তনের দ্বারা বৈকুণ্ঠনাম-সেবা ব্যতীত যে সকল অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা ভগবদ্‌বৈমুখ্যেরই পরিণতি মাত্র, উহাতে ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানাদির উদ্দেশ্যে যাবতীয় অভিধেয় কখনও 'কেবলা ভক্তি'-শব্দ-বাচ্য নহে। কীর্তনাখ্যা ভক্তির অবিরোধে যে সকল সাধনের কথা হইতে পারে, সেই সমস্তই কীর্তনের অনুগামী হওয়া উচিত।।৪০২-৪০৪।।

ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আপনে।।৪২৭।।

প্রভুর শঙ্খবণিক নগরে প্রবেশ ও ঘরে ঘরে আনন্দ-কোলাহল—

অনন্ত অর্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খ-বণিক-নগর।।৪২৮।।
শঙ্খবণিকের পুরে উঠিল আনন্দ।
'হরি' বলি' বাজায় মৃদঙ্গ, ঘণ্টা, শঙ্খ।।৪২৯।।
পুষ্পময় পথে নাচি' চলে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দিকে জ্বলে দীপ পরম সুন্দর।।৪৩০।।
সে চন্দ্রের শোভা কিবা কহিবারে পারি।
যাহাতে কীর্তন করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।৪৩১।।
প্রতি দ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার।
নারীগণে 'হরি' বলি দেয় জয়কার।।৪৩২।।

প্রভুর তন্তুবায়-পল্লীতে প্রবেশ ও তথায় মঙ্গলধ্বনি—

এই মত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে।।৪৩৩।।
উঠিল-মঙ্গল-ধ্বনি জয়-কোলাহল।
তন্তুবায়-সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।।৪৩৪।।
নাচে সব-নগরিয়া দিয়া করতালি।
''হরি বল মুকুন্দ গোপাল বনমালী।।''৪৩৫।।

প্রভুর শ্রীধরগৃহে গমন ও জীর্ণ লৌহপাত্রে জলপান—

সর্ব-মুখে 'হরি'-নাম শুনি' প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে।।৪৩৬।।
ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের বাস।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাঁহার আবাস।।৪৩৭।।
সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তালি, তাহা চোরেও না হরে'।।৪৩৮।।
নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে।
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে।।৪৩৯।।
ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী-নন্দন।
লৌহ-পাত্র তুলি' লইলেন ততক্ষণ।।৪৪০।।
জল পিয়ে মহা-প্রভু সুখে আপনার।
কা'র শক্তি আছে তাহা 'নয়' করিবার।।৪৪১।।

দরিদ্রতানিবন্ধন প্রভুর যথাযোগ্য সেবায় অসমর্থ হওয়ায় শ্রীধরের মূর্চ্ছা—

'মরিলুঁ মরিলুঁ বলি' ডাকয়ে শ্রীধর।
''মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর।।''৪৪২।।
বলিয়া মূর্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর।
প্রভু বলে,—''শুদ্ধ মোর আজি কলেবর।।৪৪৩।।

ভক্তগৃহে জলপানের ফল প্রভুর স্বমুখে কীর্তন—

আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জল পান করিলোঁ যখনে।।৪৪৪।।

কাজীর সঙ্কীর্তন-বিরোধ দমন করিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কীর্তন-বাহিনী লইয়া নিকটস্থ 'শঙ্খবণিক-নগরে' উপস্থিত হইলেন।।৪২৮।।

'শঙ্খবণিক-নগর' হইতে নগরের তন্তুবায়-পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্তুবায়-পল্লী এখনও বর্তমান।।৪৩৩।।

তন্তুবায়-পল্লী হইতে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরের অঙ্গনে গেলেন।।৪৩৬।।

শ্রীধরের জীর্ণ লৌহ পাত্রে মহাপ্রভু পরমানন্দে জল পান করিলেন। দরিদ্র শ্রীধর গৌর-সুন্দরের অযাচিত সেবা গ্রহণ দর্শনে স্বীয় দারিদ্র্যনিবন্ধন ভাগ্যের দোষারোপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,----''শ্রীগৌরসুন্দরের যোগ্য সম্ভাষণ আমা-দ্বারা হইল না, সুতরাং আমাকে মারিবার জন্যই----হৃদয়ে দুঃখ দিবার জন্যই মহাপ্রভু বলপূর্বক স্ফুটিত লৌহপাত্রে জল পান করিলেন।।''৪৪০-৪৪২।।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার জীর্ণ জলপাত্রে জল পান করায় কৃষ্ণসেবা বৃত্তি উন্মেষিত হইল। এতদ্দ্বারা কৃষ্ণবিস্মৃতি নাশ হইল এবং বর্হিজগতের সুখানুসন্ধান-রহিত হইয়া ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শরীর শোধিত হইল বলিলেন। জনার্দন—-ভাবগ্রাহী, তিনি জড়জগতের ঐশ্বর্য দ্বারা সেবিত হইবার পরিবর্তে জীবের নিষ্কপট হৃদয়ের সেবা গ্রহণ করেন।।৪৪৪।।

এখনে সে 'বিষ্ণু-ভক্তি' হইল আমার''।
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার।।৪৪৫।।
'বৈষ্ণবের জল-পানে বিষ্ণু-ভক্তি হয়।'
সবারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয়।।৪৪৬।।

তথাহি (পদ্মপুরাণ আদিখণ্ড ৩১।১১২)—

প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবস্যান্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব-পাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ।।৪৪৭।।

প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্য-দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন—

ভকত-বাৎসল্য দেখি' সর্ব ভক্ত-গণ।
সবার উঠিল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন।।৪৪৮।।
নিত্যানন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া।
অদ্বৈত-শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া।।৪৪৯।।
কান্দে হরিদাস, গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর।
মুরারি, মুকুন্দ কান্দে, শ্রীচন্দ্রশেখর।।৪৫০।।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীগর্ভ, শ্রীমান্।
কান্দে কাশীশ্বর, শ্রীজগদানন্দ, রাম।।৪৫১।।
জগদীশ, গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শুক্লাম্বর, গরুড়, কান্দয়ে সর্বজন।।৪৫২।।
লক্ষ কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাত।
''কৃষ্ণ রে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ।।''৪৫৩।।
কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাসে।
সর্ব-ভাবে প্রেমভক্তি হইল প্রকাশে।।৪৫৪।।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে সর্বজগত হরিষে।
সংকল্প হইল সিদ্ধি, গৌরচন্দ্র হাসে।।৪৫৫।।

জীর্ণ জলপাত্রে জলপান করিয়া প্রভু বৈষ্ণবকে অপ্রাকৃত বিচারে দর্শন করিতে শিক্ষাদান—

দেখ সব ভাই, এই ভক্তের মহিমা।
ভক্ত-বাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা।।৪৫৬।।
লৌহ-জলপাত্র, তাতে বাহিরের জল।
পরম-আদরে পান কৈলেন সকল।।৪৫৭।।
পরমার্থে পান-ইচ্ছা হইল যখনে।
সুধামৃত ভক্ত-জল হইল তখনে।।৪৫৮।।
'ভক্তি' বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্মল।।৪৫৯।।

দাম্ভিকের বহু মূল্যবান্ দ্রব্যে ভগবানের উপেক্ষা, আর ভক্তের অতি নিকৃষ্ট দ্রব্য বলপূর্বক গ্রহণ, তদ্‌বিষয়ের দৃষ্টান্ত—

দাম্ভিকের রত্নপাত্র, দিব্য জলাসনে।
আছুক পিবার কার্য, না দেখে নয়নে।।৪৬০।।
যে সে দ্রব্য সেবকের সর্বভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিধিরও অপেক্ষা নাহি চায়।।৪৬১।।
অল্প দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায়।
তা'র সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায়।।৪৬২।।
অবশেষে সেবকেরে করে আত্মসাৎ।।
তা'র সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির-শাক।।৪৬৩।।
সেবক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই।
'দাস' বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই।।৪৬৪।।
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেই রূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণে করিবারে পারয়ে বিক্রয়।।৪৬৫।।

''গৃহ্নীয়াদ্ বৈষ্ণবাজ্জলম্''----যে জল বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়া অবশেষ রাখেন, সেই জলপানে বিষ্ণুভক্তি উন্মেষিত হয়। অকিঞ্চন বৈষ্ণবের অন্য সকল দ্রব্যে সাধারণের ধন জ্ঞান হয় আর অকিঞ্চিৎকর নীর মূল্যহীন জ্ঞানে অনাদরের বস্তু হয়।।৪৪৬।।

অন্বয়। বিচক্ষণঃ (পণ্ডিতঃ জনঃ) প্রযত্নেন (প্রকৃষ্টরূপেণ যত্নেন) সর্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং (সর্বপাপবিশুদ্ধিনিমিত্তং) বৈষ্ণবস্যান্ন (বৈষ্ণবেন শ্রীভগবতে অর্পিতং যদ্বা বৈষ্ণবভুক্তাবশেষং অন্নং) প্রার্থয়েৎ; তদভাবে (তদপ্রাপ্তে সতি) জলং (বৈষ্ণবপানাবশেষং তৎপাদস্পৃষ্টং বা) পিবেৎ।।৪৪৭।।

অনুবাদ। পণ্ডিত ব্যক্তির সর্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থে প্রকৃষ্টরূপে যত্নের সহিত বৈষ্ণবের নিকট ভগবৎপ্রসাদ (বৈষ্ণবের দ্বারা নিবেদিত) বা বৈষ্ণবের ভুক্তাবশেষ অন্ন প্রার্থনা করা কর্তব্য। তাহা না পাইলে অন্ততঃ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট জল অথবা তৎপাদধৌত জল পান করিবেন।।৪৪৭।।

'সেবকবৎসল প্রভু' চারি বেদে গায়।
সেবকের স্থানে কৃষ্ণ প্রকাশে সদায়।।৪৬৬।।

কৃষ্ণদাস্যের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—

নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্য-ভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ।।৪৬৭।।
অল্প হেন না মানিহ 'কৃষ্ণ-দাস'-নাম।
অল্প-ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্।।৪৬৮।।
বহু কোটি জন্ম যে করিল নিজ-ধর্ম।
অহিংসায় অমায়ায় করে সর্ব-কর্ম।।৪৬৯।।
অহর্নিশ দাস্যভাবে যে করে প্রার্থন।
গঙ্গা-লভ্য হয় কালে বলি' 'নারায়ণ'।।৪৭০।।
তবে হয় মুক্ত—সর্ববন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হইলে হয়, সেই গোবিন্দের দাস।।৪৭১।।
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত-সব লীলা-তনু করি' কৃষ্ণ ভজে।।৪৭২।।

তথাহি সর্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—

(ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত সর্বজ্ঞ-ভাষ্যকার-ব্যাখ্যা)

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।।৪৭৩।।

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।
ভক্ত-স্থানে পরাভব মানে' ভগবান্।।৪৭৪।।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতিমালা।
'ভক্ত'-হেন স্তুতির না ধরে কেহ কলা।।৪৭৫।।

লৌহ সর্বাপেক্ষা কম মূল্যের ধাতু। তাদৃশ লৌহময় পাত্রটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ হইয়াছিল, এবং উহা আবার বাহিরের ব্যবহারের উপযোগী ছিল। পরমার্থবিচারে চিন্ময় দর্শনে অচিদ্-দর্শন-জনিত দরিদ্রতা বা অপকর্ষ যে ভগবদ্ভক্তির অন্তরায় তাহা দেখাইবার জন্য দরিদ্ররূপী শ্রীধরের নানাভাবে মেরামত করা ফুটা লৌহ-জলপাত্র হইতে জল পান করিয়া ভক্তকে অপ্রাকৃত-দর্শনে তাঁহার মর্যাদা ও আদর করিতে জগৎকে শিখাইলেন।।৪৫৭।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৮১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।৪৬২।।

তথ্য। মহাভারত বনপর্ব ২৬১----২৬২ অঃ দ্রষ্টব্য।।৪৬৩।।

জড় জগতে বিবিধ উপাদান ও বহু দ্রব্যের স্বচ্ছলতায় অনেক সময় দাম্ভিকতা উপস্থিত হয়। 'আমি শ্রেষ্ঠ, আমি ধনী, আমি বহুসেবোপকরণসংগ্রহকারী, আমি খুব ভক্তিমান, শ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ মায়াবাদী'-ইত্যাদি নানা কুবিচার দাম্ভিককে আশ্রয় করে। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সে সকল লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বা তাহাদের দ্বারা কোন সেবা অভিলাষ করেন না। বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের বিষয় ভগবান্‌কে জাগতিক বিচারের 'গৌরব' বাধ্য করিতে সমর্থ হয় না। দরিদ্র ভক্তের প্রদত্ত সামান্য বস্তুকেও ভগবান্ বলপূর্বক আদরের সহিত গ্রহণ করেন। আর প্রচুর ধনবান্ দাম্ভিক ব্যক্তির মর্যাদা-প্রদত্ত দ্রব্যকেও ভগবান্ প্রত্যাখ্যান করেন। দ্বারকা (বর্তমান পোরবন্দর) সুদামাপুরী-নিবাসী সুদামবিপ্রের প্রদত্ত অন্নকণ ভগবানের নিকট আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। বনবাস-কালে যুধিষ্ঠিরের প্রদত্ত বনশাক ভগবান্ কৃষ্ণ রোচমাণা প্রবৃত্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেব্যকৃষ্ণের পত্নী, পিতা-মাতা, সখা-দাস প্রভৃতি সকলেই সেবকমাত্র। যাঁহারা ভগবানের নিত্যলীলারপরিকর সেই সেবকগণের সম্পত্তিরূপ ভগবানের সেবা বিভিন্ন সেবকের দ্বারা বিভিন্ন রসে বিহিত হয়।।৪৬০-৪৬৫।।

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভগবৎসেবা-তৎপর। মায়াবদ্ধ-জীব এই কথা বুঝিতে না পারিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষাবশে ভক্তিবর্জিত নানা অনুষ্ঠানকে 'সাধন' বলিয়া নির্ণয় করে এবং পরিশেষে তাহাদের সে প্রকার সাধনফলে যে উন্নত আদর্শ লাভ ঘটে, সেগুলি ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যের অন্যতম নিদর্শন। যে কালে মানবের সর্বতোভাবে ভগবৎসেবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, সে-কালে তিনি সর্বাপেক্ষা ধন্য হন। ভগবদ্ভক্তগণ সর্বদাই লোকের মঙ্গলপরাকাষ্ঠা চিন্তা করিতে গিয়া কৃষ্ণে অনুরাগ বৃদ্ধি হউক্----এরূপ শুভেচ্ছা পোষণ করেন। সেবা-দ্বারাই সেব্য-বস্তুর প্রীতি বিধান হয়। সেব্যের অভীষ্ট-সাধনের যত্নের নামই 'ভক্তি'। এই বোধ পরম সৌভাগ্যবন্তজনগণের হৃদয়ে প্রকাশিত আছে। যাহারা ভাগ্যহীন, তাহাদের ভগবৎসেবার উপাদেয়তা উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায়, তাহারা বিদগ্ধ ললাট। ভগবান্ সেই ভাগ্যহীন জনগণকে স্বীয়দাস্য প্রদান করেন না।।৪৬৮।।

ভগবানের নিকট 'সেবা' প্রার্থনা করিলে অন্তকালে অন্তর্জলিসময়ে নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণের ও গঙ্গাজলে নিমজ্জনের সৌভাগ্য লাভ ঘটে।।৪৭০।।

'দাস'-নামে ব্রহ্মা, শিব হরিষ সবার।
ধরণী ধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার।।৪৭৬।।
এ সব ঈশ্বর-তুল্য স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত।।৪৭৭।।

অদ্বৈতপ্রভুর স্বরূপানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের তদ্‌বিষয়ে বিভিন্ন ধারণায় দুঃখ-প্রাপ্তি—

হেন ভক্ত অদ্বৈতের বলিতে হরিষে।
পাপী-সব দুঃখ পায় নিজ-কর্মদোষে।।৪৭৮।।

'ভক্ত' নামে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ—

কৃষ্ণের সন্তোষ বড় 'ভক্ত'-হেন নামে।
কৃষ্ণচন্দ্র বিনে ভক্ত আর কে বা জানে।।৪৭৯।।

'অহং ব্রহ্মাস্মি' অভিমানী পাষণ্ড ও স্বরাট পুরুষোত্তম্ স্বয়ং ভগবানের প্রভাবের তারতম্য—

উদর-ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি'—মূলে জরদ্‌গব।।৪৮০।।
গর্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে,—''আমি রঘুনাথ ভাব' গিয়া।।''৪৮১।।
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণু-মায়া-মুগ্ধ হইয়া।।৪৮২।।
সর্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন।
দেখ তাঁ'র শক্তি এই ভরিয়া নয়ন।।৪৮৩।।
ইচ্ছা-মাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধ হইল।
কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল।।৪৮৪।।
কে বা রোপিলেক কলা প্রতি-দ্বারে-দ্বারে।
কে বা গায়, বা'য় কে বা, পুষ্পবৃষ্টি করে।।৪৮৫।।

শ্রীধরের জলপানে প্রভুর প্রেমভাবে সগোষ্ঠী নৃত্য-কীর্তন—

করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল-পান।
কি হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান।।৪৮৬।।
ভকতবাৎসল্য দেখি' ত্রিভুবন কান্দে।
ভূমিতে লোটায় কেহ কেশ নাহি বান্ধে।।৪৮৭।।
শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে।
উচ্চ করি' 'হরি' বলে সজল নয়নে।।৪৮৮।।
''কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়।''
নাচয়ে শ্রীধর, কান্দে, করে 'হায় হায়'।।৪৮৯।।
ভক্ত-জল পান করি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।।৪৯০।।
প্রিয়-গণে চতুর্দিকে গায় মহা-রসে।
নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে।।৪৯১।।

শ্রীধরের ভাগ্যদর্শনে ব্রহ্মাদিরও প্রশংসা—

খোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা।
ব্রহ্মা, শিব কান্দে যাঁ'র দেখিয়া মহিমা।।৪৯২।।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিমাত্রে বাধ্য—

ধনে, জনে, পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি।।৪৯৩।।

প্রভুর নিজ-নগরে আগমন ও নৃত্য—

জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি'।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।৪৯৪।।
নাচে গৌরচন্দ্র ভক্তিরসের ঠাকুর।
চতুর্দিকে হরিধ্বনি শুনিয়ে প্রচুর।।৪৯৫।।

সর্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী ভাষ্যকারগণের মধ্যে আদি পুরুষ, তিনি লিখিয়াছেন যে জীবগণ মুক্ত হইয়া মায়া হইতে স্বাধীনভাবে লীলাময়বিগ্রহ ভগবানের নিত্য-সেবা করিয়া থাকেন। লীলা-বিশেষ গ্রহণ ব্যতীত মানবের নশ্বর ক্রিয়ায় যে সেবা দেখা যায়, তাহা ক্ষণভঙ্গুর। শ্রীধরস্বামিপাদ মূলভাষ্যকারের বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতের স্বীয় টীকায় উদ্ধার করিয়াছেন। সকল ভাষ্যকারই বদ্ধ জড় জগতে নশ্বর ক্রিয়াসমূহকে 'ভজন' বলিয়া স্বীকার করেন না; পরন্তু নিত্যলীলাময়ের স্বরূপ বা বিগ্রহের আদর করেন।।৪৭২।।

অন্বয়। মুক্তা (নিত্যযুক্তা জনাঃ) অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা (ভগবতাসহ লীলার্থং শ্রীমূর্তিমন্তঃ সন্তঃ) ভগবন্তং ভজন্তে (সেব্যন্তে ইতি সর্বজ্ঞৈঃ ভাষ্যকৃদ্ভিঃ ব্যাখ্যাতম্)।।৪৭৩।।

অনুবাদ। নিত্যমুক্ত জনগণও লীলাতনুধৃক্‌রূপি ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন-সর্বজ্ঞ ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।।৪৭৩।।

নবদ্বীপের তদানীন্তন অবস্থা—

সর্ব-লোক জিনি' নবদ্বীপের শোভায়।
হরি-বোল শুনি মাত্র সবার জিহ্বায়।।৪৯৬।।

যে সুখে বিহ্বল শুক, নারদ, শঙ্কর।
সে সুখে বিহ্বল সর্ব-নদীয়া-নগর।।৪৯৭।।

প্রভুর সর্ব নবদ্বীপে নৃত্য ও নৃত্যের কাল—

সর্ব-নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন-রায়।
'গাদিগাছা', 'পারডাঙ্গা', 'মাজিদা', দিয়া যায়।।৪৯৮।।

'এক নিশা' হেন জ্ঞান না করিহ মনে।
কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্তনে।।৪৯৯।।

চৈতন্য-চন্দ্রের কিছু অসম্ভব নয়।
ভ্রু-ভঙ্গে যাহার হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রলয়।।৫০০।।

কর্মজ্ঞানাবরণমুক্ত ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যলীলা-দর্শনের
অধিকারী এবং ভোগপরা ও ত্যাগময়ী বুদ্ধিতে
তদ্বিষয়ে জড়-সাম্য-বিচার—

মহা-ভাগ্যবানে সে এসব তত্ত্ব জানে।
শুষ্কতর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে'।।৫০১।।

যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ।
তাহারাও ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু-মাঝ।।৫০২।।

মহাপ্রভুর নৃত্য-দর্শনে নদীয়াবাসিগণের
শচী-জগন্নাথের প্রশংসা—

সে হুঙ্কার, সে গর্জন, সে প্রেমের ধার।
দেখিয়া কান্দয়ে স্ত্রী-পুরুষ নদীয়ার।।৫০৩।।

কেহ বলে,—''শচীর চরণে নমস্কার।
হেন মহাপুরুষ জন্মিল গর্ভে যাঁ'র।।''৫০৪।।

কেহ বলে,—''জগন্নাথ মিশ্র পুণ্যবন্ত।''
কেহ বলে,—''নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত।।''৫০৫।।

প্রভুর লীলার কাল—

—এই মত লীলা প্রভু কত কল্প কৈলা।
সবে বলে আজি রাত্রি প্রভাত না হইলা।।৫০৬।।

প্রভু-দর্শনে সকলের জয়ধ্বনি ও প্রণাম—

এই মত বলি' সবে দেয় জয়কার।
সর্বলোক 'হরি' বিনে নাহি বলে আর।।৫০৭।।

প্রভু দেখি' সর্ব লোক দণ্ডবৎ হঞা।
পড়য়ে পুরুষ স্ত্রীয়ে বালক লইয়া।।৫০৮।।

প্রভুর সকলের প্রতি শুভদৃষ্টিপূর্বক কীর্তন-বিহার—

শুভদৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি' সবাকারে।
স্বানুভাবানন্দে প্রভু কীর্তনে বিহরে।।৫০৯।।

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব'—এই কহে বেদ।।৫১০।।

ভক্তের ধ্যানানুযায়ী ভগবানের নিত্য স্বরূপ-প্রকাশ—

যেখানে যেরূপ ভক্ত-গণে করে ধ্যান।
সেই রূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান।।৫১১।।

তথাহি (ভাঃ ৩।৯।১১)—

যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায়! বিভাবয়ন্তি।
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।।৫১২।।

চৈতন্য-লীলার নিত্যত্ব—

অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যাঁ'র ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে।।৫১৩।।

নবদ্বীপের বিভিন্ন পল্লীর মধ্যে গাদিগাছা----বর্তমান স্বরূপগঞ্জ, ট্যাংরা, মহেশগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম। পারডাঙ্গা,----বর্তমান ব্রহ্মনগরের নিকটবর্তী ক্ষেত্র। মাজিদা----মধ্যদ্বীপ প্রভৃতি। বর্তমান কালে 'পারডাঙ্গা' গ্রামের অবস্থিতি বিলুপ্ত হইয়াছে বা গ্রামের নামান্তর ঘটিয়াছে।।৪৯৮।।

অন্বয়ঃ। হে উরুগায় (পুণ্যশ্লোক! ভক্তাঃ) ধিয়া (একাগ্রেণ মনসা) তে (তব) যৎ যৎ বপুঃ (রূপং) বিভাবয়ন্তি (স্বেচ্ছয়া ধ্যায়ন্তি) সদনুগ্রহায় (সতাং ভক্তানাং অনুগ্রহায় অনুগ্রহার্থং) তৎ তৎ বপুঃ প্রণয়সে (তেষাং সমীপে প্রকটয়সীত্যর্থঃ।।৫১২।।

অনুবাদ। হে পুণ্যশ্লোক! ভক্তবৃন্দ স্ব-স্ব (সিদ্ধদেহগত) ভাবনানুযায়ী আপনার যে সকল নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই নিত্যস্বরূপ তাঁহাদের নিকট প্রকট করিয়া থাকেন।।৫১২।।

ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব ও ভক্তসেবার মহিমা—

ভক্ত লাগি' প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বই কৃষ্ণ-কর্ম না জানয়ে আর।।৫১৪।।
কোটি জন্ম যদি যোগ, যজ্ঞ, তপ করে।
'ভক্তি' বিনা কোন কর্মে ফল নাহি ধরে।।৫১৫।।
হেন 'ভক্তি' বিনে ভক্ত সেবিলে না হয়।
অতএব ভক্ত-সেবা সর্ব-শাস্ত্রে কয়।।৫১৬।।

গ্রন্থকারের নিজাভীষ্টদেব নিত্যানন্দের মহিমা-কীর্তন—

আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য কীর্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।।৫১৭।।
কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ বলরাম সম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়তম।।"৫১৮।।
কেহ বলে,—"মহাতেজী অংশ-অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি।।"৫১৯।।
কি বা জীব নিত্যানন্দ, কি বা ভক্ত জ্ঞানী।
যা'র যেমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি।।৫২০।।
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে।।৫২১।।
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।।৫২২।।
চৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
অবধূত-চন্দ্র প্রভু হউক্ আমার।।৫২৩।।
চৈতন্যের কৃপায় সে নিত্যানন্দ চিনি।
নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি।।৫২৪।।
গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ—শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
গৌরচন্দ্র—'কৃষ্ণ', নিত্যানন্দ—'সঙ্কর্ষণ'।।৫২৫।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি।
সর্ব-ভাবে করিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি।।৫২৬।।
চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক-প্রধান।
তাহরা সে জ্ঞাত নিত্যানন্দের আখ্যান।।৫২৭।।
তবে যে দেখহ অন্যোঽন্যে দ্বন্দ্ব বাজে।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহ নাহি বুঝে।।৫২৮।।
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সে-ই যায় ক্ষয়।।৫২৯।।
সর্ব-ভাবে ভজে কৃষ্ণ, কারে না যে নিন্দে।
সেই সে গণনা পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে।।৫৩০।।

মধ্যবর্তি-দ্রব্যের দ্বারা দৃশ্যবস্তুর সম্পূর্ণ দর্শন ঘটে না। পূর্ণচেতনের যে যে অংশ জীবের ভোগ-প্রবৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তত্তদংশের দর্শনাভাব-হেতু শ্রীচৈতন্যদেবের সমগ্র নিত্যলীলা লোকচক্ষে আবৃত হয় মাত্র। যাঁহারা ফলভোগের আশায় বা ফল-ত্যাগ-বাদের আলেয়ার পশ্চাদ্ ধাবিত হন না, তাদৃশ কর্মজ্ঞানাবরণ হইতে উন্মুক্ত পুরুষই শ্রীচৈতন্যলীলা সর্বদা দেখিতে পান। মানবের ভোগময়ী বা ত্যাগময়ী বুদ্ধি জড়তা উৎপাদন করে। সেই জাড্যের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেই বদ্ধজীবের ভোগ ও ত্যাগ-ভূমিকা অতিক্রম করিবার শক্তিলাভ ঘটে। নতুবা কালক্ষোভ্য ও পরিচ্ছিন্ন-বিচার অনুপাদেয় ইতর বস্তুর সহিত সমত্ব-বিচারে শ্রীচৈতন্য-লীলাকেও কর্মজ্ঞানাবৃত মানব-বিলাসের সহিত সমস্তরে পরিগণিত করিবার অসৎপিপাসা উদিত হয়।।৫১৩।।

ভগবানের নিত্য সেবকই ভগবানের নিত্য প্রাকট্য অনুভব করিবার যোগ্য পাত্র। তিনি সেবোন্মুখ জনগণের নিত্য-ভূমিকায় সর্বদা অবতীর্ণ। সেবা-চেষ্টা না থাকিলে কৃষ্ণের কর্ম অর্থাৎ নিত্যলীলা অপরের অনুভবের বিষয় হয় না।।৫১৪।।

যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি সকলগুলিই কালক্ষোভ্য ও জড়ভূমিকায় অবস্থিত বলিয়া কেবল চেতনের সহিত পৃথক। যে-কাল পর্যন্ত বদ্ধজীবের ভোগ ও ত্যাগের প্রবৃত্তি স্তব্ধ না হয়, তৎকালাবধি জীব কর্মালানে আবদ্ধ হইয়া আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারেনা। যে মুহূর্তে আত্মার নিত্যা বৃত্তি উন্মেষিত হয়, সেই মুহূর্তেই তিনি জানিতে পারেন যে, তপস্যা ও যাগযজ্ঞাদি সকলগুলিই হরি-সেবার অনুকূলে বিহিত না হইলে মায়ার প্রভুত্বেই পর্যবসিত হয়।।৫১৫।।

জীবের বদ্ধদশা হইতে উন্মুক্ত হইবার আর কোন উপায় নাই----কেবল সর্বতোভাবে ভক্তগণের অনুগমন ও তাঁহাদের সেবা-ব্যতীত; ইহাই সকল পাণ্ডিত্যের শেষ কথা।।৫১৬।।

তথ্য। "রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি" ও "নৈষাং মতিস্তাবৎ"----শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ৫।১২।১২ ও ৭।৫।৩২ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।।৫১৬।।

অদ্বৈত-পদে গ্রন্থকারের প্রণতি—

অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার।।৫৩১।।
সর্ব্বগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলেই মধ্যখণ্ড ভক্তি লভ্য হয়।।৫৩২।।

অদ্বৈতপক্ষাবলম্বনের অভিনয়ে পাপিষ্ঠ-গদাধর-নিন্দকের অদ্বৈত-ভৃত্য-নামের অযোগ্যতা—

অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে' গদাধর।
সে পাপিষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর।।৫৩৩।।

সর্বজীব-হৃদয়ে চৈতন্যলীলা-স্ফূরণে গ্রন্থকারের আশীর্বাদ—

চৈতন্য-চন্দ্রের কথা অমৃত মধুর।
সকল জীবের মনে বাড়ুক প্রচুর।।৫৩৪।।

চৈতন্যলীলা-শ্রবণে আনন্দিত ব্যক্তিরই চৈতন্য-দর্শনে অধিকার—

শুনিলে চৈতন্য-কথা যা'র হয় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-শ্রীমুখ।।৫৩৫।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান।।৫৩৬।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নবদ্বীপ-নগর-ভ্রমণং নাম ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগৌর ও নিত্যানন্দ----শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণ ও শ্রীসঙ্কর্ষণ। বাস্তব সেব্যবস্তুর বিভিন্ন স্তরে শ্রীচৈতন্যলীলা দর্শন করিতে গেলে সেব্যতত্ত্বের প্রকাশের সহিত শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের অভেদ বোধ উদিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবকে বিভিন্ন প্রকাশের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই সেবা করিতে সমর্থ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হইতেই জীবশক্তি নিঃসৃতা। সুতরাং সেবা-ধর্ম প্রত্যেক জীবেরই নিত্যধর্ম।।৫২৫।।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সহিত যে প্রেমকলহ, তাহা কৃষ্ণের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়----একথা বহির্মুখ লোকে বুঝিতে পারে না। না বুঝিয়া একজনের পক্ষ অবলম্বন করিলে অপর বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করা হয়; কিন্তু তাদৃশী ক্রিয়ার ফলে অপরাধই সঞ্চিত হয়।।৫২৯।।

শ্রীভগবান্‌কে সর্বতোভাবে ভজন করিলে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে যে সকল দেবতা পরিদৃষ্ট হন, তাঁহাদের নিন্দা করিবার অবকাশ হয় না। সেই অপরের নিন্দাশূন্য মহাভাগবত প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তম ভগবৎসেবকের শ্রেণীতে পরিগণিত হন।।৫৩০।।

অদ্বৈতাচার্যের আনুগত্য-ছলনায় যে সকল ব্যক্তির শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীচরণে অপরাধ করেন, তাহারা কখনও শ্রীঅদ্বৈতের নিজ-দাস হইতে পারেন না, তাহারা কেবল মাত্র পাপিষ্ঠ। গদাধরাদি-ভক্ত-প্রশংসাকারী অদ্বৈত প্রভুর প্রকৃত দাসগণের চরণে গ্রন্থাকারের সর্বদামতি থাকুক। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত দর্শন লাভ কে করিতে পারেন,----ইহার নিদর্শন জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, যিনি চৈতন্য-কথা শুনিতে সুখ বোধ করেন, তিনিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় যোগ্যতা লাভ করেন।।৫৩১।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।